শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতান্তর্গত—

পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃতান্তর্গত—

পরমার্থ ধর্ম্ম নির্ণয়

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

From :—

(1) Sri chaitanya Saraswat
Math Kolerganj,
P. O. Nabadwip, Dt. Nadia,
West Bengal, India.

প্রাপ্তিস্থান ঃ –

(১) শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা নদীয়া, পঃ বঃ ভারত ।

Sri Chaitanya Saraswat Asharam
Vill & P. O. Hapania,
Dt. Bardwan West Bengal,

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ
(রেজিষ্টার্ড নং—এস/৪৬৫০৬)
৪৮৭, দমদম পার্ক (৩ নং পুকুরের নিকট
কলিকাতা ৫৫ ফোন নং ৫৭-৩২৯৩ ।

Sri Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha
(Regd. No.—S/46506)
487, Dum Dum Park,
(OPP. tank no. 3)
Cal.-700055, Phone : 57-3293

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
গৌরবার সাহী, সর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা
পিন—৭৫২০০১

Shri Chaitanya Sarswata
Math
Gourbatsahi, Swargadwar
P.O. & Dt.-Puri Orissa. India.

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম + পোঃ হাপানিয়া জেলা বর্দ্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ।

From :—
Sri Chaitanya Sarswat
Printing Workh
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj P. O. Nabadwip
Dt. Nadia, West Bengal, India.
Printer
Joy Gouranga Brahmachary,
Rama Chandra Brahmachary.

হইতে ঃ—
শ্রীচৈতন্য সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ।
কোলেরগঞ্জ পোঃ নবদ্বীপ ।
জেলা নদীয়া, পঃ বঃ, ভারত ।
প্রিণ্টার শ্রীজয়গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী
শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতান্তর্গত—

পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগাচার্য্যপ্রবর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

(নীতি-ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্য-মুক্তি-ভক্তি ও প্রীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ)

শ্রীশ্রীমদ্গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-কেশরী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

প্রিয়তমপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ-পরিব্রাজকাচার্য্য-কুলচূড়ামণি

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী

মহারাজের অনুকম্পিত

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয়-সংস্করণ

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৯৩ সাল।

—নিবেদন—

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধাভক্তির লুপ্তধারা যিনি পুনরায় প্রবাহিত করিয়া বর্ত্তমান বিশ্বকে আপ্লাবিত করিয়াছেন, পরমকরুণাময় ঠাকুর শ্রীলভক্তিবিনোদ চারিশত চৈতন্যাব্দে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত" গ্রন্থরূপে প্রথম প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে উক্তগ্রন্থের প্রথমবৃষ্টিতে 'সামান্যতঃ পরমার্থধর্ম্ম-নির্ণয়'-এর দ্বারা সম্পূর্ণ গ্রন্থের নির্য্যাস এবং উক্তগ্রন্থের উপসংহারে সংক্ষেপে বিচার বিশ্লেষণমুখে 'পরম পুরুষার্থ' নির্ণয় করিয়াছেন। উক্ত অধ্যায় দুইটি সমগ্র গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মাইতে অব্যর্থ। তাই অধ্যায় দুইটি একত্রিত করিয়া "পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়" রূপে প্রকাশের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে আমাদের পরম গুরুদেব জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধধারীকেও উরু-কৃপাবর্ষণ করিয়া নিজগণে গণনা করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের এই প্রচেষ্টা যত ক্ষুদ্রই হউক তাঁহার তৃপ্তি অবশ্যই বিধান করিয়া সার্থক মনুষ্যজীবনের অধিকারে সমৃদ্ধ করিয়া ধন্যাতিধন্য করিবে সন্দেহ নাই। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি—

দীনাধম বিনীত

সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——— ঃঃ(*)ঃঃ ———

প্রথম বৃষ্টি

——ঃঃ*ঃঃ——

প্রথম ধারা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

নমস্কার।

ভ্রম-জনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্তসকল যে কৃষ্ণ-ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত-নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

বস্তুনির্দ্দেশ।
ঈশ্বর, চিৎ ও জড়

জগতে তিনটী পদার্থ লক্ষিত হয়। পদার্থ তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড় ১। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—ইহারা চেতন। ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ

---

১ সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥

ভাঃ—১১।১১।৬

বিচার-শক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন ১। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টি-কর্ত্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতনপদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা ২। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য্য চলিতেছে।

জড়পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ ঈশ্বরের আকার আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় জড় নহে। দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে তাঁহার নিরাকার বলিয়া উক্তি হইয়াছে।

সকল পদার্থেরই এক একটী স্বরূপ আছে অতএব ঈশ্বরেরও একটী

---

১ সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন্ খগদন্দশূকান্।
তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ
ভাঃ—১১।৯।২৮

২ স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥
ভাঃ—১১।৩।৩৫

ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ।

স্বরূপ আছে ১। জড়বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতন পদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীর-বিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটী তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে দেখিতে পাই ২। জড়চক্ষে দেখিতে পাই না।

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোক উপলব্ধি করিতে পারে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে ৩। স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে

---

১ অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ব্রহ্মসংহিতা—৫।৩২

২ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
ব্রহ্মসংহিতা—৫।৩৮

নাস্তিক স্বভাব। কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার-পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না ; তাহাতে তাহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে ?

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নহে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি স্থানসকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড়শরীরের পদচালন করিয়া যাইতে হয় ; কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ-স্থানীয় প্রদেশ নহে। সমস্ত জড় জগতের অতীত একটী অবস্থান-বিশেষ ১। তাহা চিন্ময়, নিত্য ও নির্দ্দোষ। তাহা চক্ষের

চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ ভক্তিলভ্য

---

৩ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥

গীতা—১৬ ৭·৮

১ শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ।

ব্রহ্মসংহিতা—৫।৫৬

দ্বারা দেখা যায় না বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য-ধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিতে পারিব।

জড় জগৎ ও দুঃখ। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্ম-প্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্ব্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ, ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহ-নির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা লাভ হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ, সংসারে 'অমিশ্র সুখ' বলিয়া কোন পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাবসকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্ত্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠ ধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না। অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ [১]। আপাততঃ আমরা সংসারে

---

১ কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥

সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন করিব, এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্লভ। যেদিন হইতে কর্ত্তব্য-জ্ঞান হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানবজীবন অত্যন্ত দুর্লভ ও অস্থির ১। কোন্ দিন মৃত্যু হইবে, তাহা বলা যায় না। বালককালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাবস্বরূপ হইয়া পড়ে।

প্রথম বয়সেই

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরভজন আবশ্যক।

পরমেশ্বরের তুষ্টি ১। সাধন করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন, তাহার চারিটী কারণ দেখা যায়;—ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ। নরকভয়, অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া পরমেশ্বরকে

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পৌরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥

ভাঃ — ৭।৬।১,৫

১ লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

ভা—১১।৯।২৯

ভজনপ্রয়াসের চারিটী কারণ। যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ভয়দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর-আরাধনা করেন। যাঁহারা সংসারে উন্নতি লাভের নিমিত্ত বিষয়-সুখ প্রার্থনাপূর্ব্বক হরিভজন করেন, তাঁহারা আশাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর-সাধন করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর-সাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে, প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভজনে অনুরক্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বর-সাধনে প্রীতিলাভ করেন তাঁহারা রাগদ্বারা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোন একটী বিষয় দেখিবামাত্র চিত্ত তাহার প্রতি যে প্রবৃত্তিক্রমে বিচারের পূর্ব্বেই ধাবিত হয়, তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবামাত্র সেই প্রবৃত্তি যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর-ভজন করিয়া থাকেন।

---

১ তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ॥
ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥
ভাঃ—৭।৬।২৫-২৬

ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয় ১। রাগমার্গে যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। দেশালাই ঘষিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে ভজন করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় হরি-ভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধজনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক সুখজনক বর গ্রহণ করিলেন না।

রাগ-ভজনই শুদ্ধ

তাহার স্বরূপও পরিচয়।

ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্য্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করে না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ,—এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যমূলে বৈধ-ভজন।

---

১ গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
ভাঃ—৭।১।৩০

মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর-সাধন করিবার যে-সকল পদ্ধতি বিচারদ্বারা সংস্থাপিত করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি ১।

কর্ত্তব্য-বুদ্ধির শাসন হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে।

দেশ-বিদেশ ও দ্বীপ-দ্বীপান্তর-নিবাসী মানববৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য-জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশু-মাংস সেবনদ্বারা কালাতিপাত করে, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল, বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে। ইহার কারণ কি? জীব নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাঁহার চেতন আচ্ছাদিত হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহাতে চেতন-ধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ

চেতনবৃত্তির ক্রম-বিকাশক্রমে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভজন।

---

১ এই ত সাধন-ভক্তি দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১০৬

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫৭

ন কহিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে নংক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥
ভাঃ—৩।২৫।৩৮

কিয়ৎপরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশিত হইবে ১। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎপরিমাণে আচ্ছাদনপূর্ব্বক হয় নাস্তিকতা, নয় অভেদবাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য-বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্ত-বল চেতনের অস্বাস্থ্য-লক্ষণ—ইহাই নাস্তিকতা ও তাহার বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য অবস্থা ও ত্রিবিধপ্রকার সুন্দর ঈশ্বর-বিশ্বাসোপযোগী অবস্থার মধ্যে মানব জীবনের তিনটী অবান্তর অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ ও নির্ব্বাণবাদরূপ পীড়া সকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধকরূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্য্যাবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগদ্বারা আক্রান্ত

---

১ কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা চ পুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ কিন্নরা নাগা যক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি॥
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥

ভা—১১।১৪।৩-৮

হইবে, এরূপ নহে। যাহারা ঐ সকল রোগদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা সেই সেই অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া উচ্চজীবনের অধিকার লাভ করে না। অসভ্য বন্যজাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যা-নৈপুণ্যবলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ-ভক্তি-সাধনোপযোগী ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানব-জাতির নৈসর্গিক উন্নতি-ক্রম। প্রতিবন্ধকরূপে রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।

মানবগণের পরস্পরের দেহ ও মনের বিভিন্নতা।

মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। মানবের মুখ্য-প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক। গৌণ-প্রকৃতি পৃথক পৃথক। মানবের মুখ্য-প্রকৃতি এক হইলেও জগতে এরূপ দুইটী মানব পাওয়া যাইবে না যে, সমস্ত গৌণ-প্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দুইটী ভ্রাতা আকৃতি-প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ব্বপ্রকারে এক হয় না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবসকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্ব্বত, বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্যদ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদোযোগী দ্রব্যসকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশ-জাত মানবগণের আকৃতি, বর্ণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহার নিসর্গবশতঃ পৃথক পৃথক হইয়া উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশবিশেষে পৃথক হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বরভাবও মুখ্যাংশে এক হইলেও গৌণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশ-বিদেশে যে কালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষাভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ,

ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন-প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে গৌণভেদসমূহদ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই যে, বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজন প্রণালীর নিন্দা করিবে না। ১

উপরি-উক্ত কারণবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণের প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিম্ন-লিখিত কয়েকপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যথা—

বিভিন্ন ধর্ম্মের পঞ্চবিধ ভেদ

১। আচার্য্যভেদ
২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাবভেদ
৩। উপাসনার প্রণালীভেদ
৪। উপাস্যতত্ত্বের সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ
৫। ভাষাভেদানুসারে নাম ও বাক্যাদিভেদ

১। আচার্য্য-ভেদ।

আচার্য্যভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহম্মদাদি প্রচারকগণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মগণ এবং দেশ-বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্য্য-সকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নহে। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

---

১ অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব। চৈঃ চ, মধ্য ২২।১১৬
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দাঽন্যত্র চাপি হি। ভাঃ—১১।৩।২৭

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন-অনুভাব-ভেদক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্তকচ্ছ হইয়া স্বীয় ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়মান ও পতিত হইয়া দিবারাত্রমধ্যে পঞ্চবার উপাসনা হয়, কোথাও বা হাঁটু গাড়িয়া করযোড়পূর্ব্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশোগানপূর্ব্বক ভজনমন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজনকালে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

২, ৩। চিন্তা ও অনুভূতি-ভেদে বিভিন্ন ভজন-প্রণালী

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা দেখিলেই উপাসনা-প্রণালীর ভেদ লক্ষিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে উপাস্যতত্ত্বসম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি-পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তদাত্মবোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা-নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বরভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন; প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি ১।

৪। ক্রিয়া ও ভাবভেদে অর্চ্চনভেদ।

১। অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সংকল্প কর্ম্মপাবনীম্॥
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

ভাঃ—১১।৯।১২

৫। ভাষাভেদে ঈশ্বরের বিভিন্ন সংজ্ঞা।

ভাষাভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্ম্মেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজন-কালীন বাক্যসকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

অন্যান্য গৌণ ভজন প্রণালীতে অনিন্দা ও অনসূয়া।

এই পঞ্চপ্রকার ভেদক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমূহ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক হইয়া পড়ে। পৃথক হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্য-বশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে; ইহা নিতান্ত অন্যায় ও ক্ষতিজনক। অপরের ভজন-সময়ে তাহার ভজন-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এইভাবে থাকা উচিত যে, আমার উপাস্য পরমতত্ত্বের কোন ভিন্নপ্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু এতদ্দৃষ্টে আমার নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নহেন। এস্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার উপাদেয় স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন ১।

নিন্দা বা অসূয়া পরিত্যাজ্য।

যাঁহারা এরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। তাঁহারা নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

---

১ শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥
হনুমদ্বাক্যম্।

ইহার মধ্যে কেবল একটী বিষয় বিবেচনীয়। ভজন-প্রণালী-ভেদের

অসদ্ধর্ম্মপ্রণালী নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন

নিরসন আবশ্যক। প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবে না ১। বরং তাহার সদুপায়ে উচিছত্তির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বৌদ্ধ, জৈন ও নির্ব্বিশেষবাদিদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভু-ভক্তের সর্ব্বত্র আদর্শস্বরূপ হওয়াই উচিত।

যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদরূপ অনর্থসকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞান

অপধর্ম্মের বিবিধ করিবেন না। সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম ছলধর্ম্ম,

প্রকার। ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন।

তাহাদের উপাসকগণের অবস্থা শোচনীয় জানিবেন। জীবকে যতদূর পারেন, ঐ সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

বিমল প্রেমই ২ জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রাগুক্ত পঞ্চপ্রকার ভেদ লক্ষিত

---

১ বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমে ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্।
স্বভাববিহিতো ধর্ম্মঃ কস্য নেষ্টঃ প্রশান্তয়ে ॥

ভাঃ—৭।১৫।১২-১৪

২ ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

ভাঃ—১।২।৮

হইলেও বিমলপ্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই—ধর্ম্ম। ঈশ্বরপ্রীতিই নিত্যধর্ম্ম বাহ্যভেদ লইয়া বিতর্ক করা অনুচিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই সল্লক্ষণযুক্ত। নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ, জড়বাদ, অন্যত্ববাদ অর্থাৎ কর্ম্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ স্বভাবতঃ প্রেমবিরুদ্ধ। ইহা গ্রন্থের অন্যান্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কৃষ্ণ-প্রেমই ১ বিমলপ্রেম। প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, উহা কোন একটী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কোন একটী তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। কৃষ্ণপ্রেম ও তাহার ধর্ম্ম। জীব-হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমলপ্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই সমুদয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলোচনা করিবেন, ততই ইহার প্রতীতি জন্মিবে।

---

১ ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥
ভাঃ—১।৭।৪-৭

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ করে, তাহাই জীবের প্রাপ্য।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বদ্বর শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ তত্ত্ব। নারদের উপদেশক্রমে ব্যাসদেব যখন ভক্তিরস সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী অর্থাৎ উপাধিরহিতা ভক্তি (প্রেম) উদিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চরিতামৃত বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকারভেদে জীবের দুইপ্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুই প্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রাপঞ্চিক চক্ষুদ্বারা পরিদৃশ্য হয়, তাহাও বিদ্বজ্জনের পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি ও জড়বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবিদ্বৎপ্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি বুঝিতে ইচ্ছা হইলে ষট্সন্দর্ভ, ভাগবতামৃত ও মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা ভালরূপে পাঠ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এস্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য। সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বিদ্যাশক্তির আশ্রয়ে যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্যা-আশ্রয়ে যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই অবিদ্বৎপ্রতীতি।

(বাম মার্জিনে) ভাগবতেই নিত্য সত্য ধর্ম্ম কথিত। বিদ্বৎ ও অবিদ্বৎপ্রতীতি

শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের যে অবিদ্বৎপ্রতীতি, তাহা অবলম্বন করিয়া যত

---

১ ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপানি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ ॥

বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই ১। যাঁহাদের পরমার্থ লাভের বাসনা আছে, তাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি সত্বর লাভ করুন।

বিদ্বৎপ্রতীতিক আবশ্যক।

বৃথা অবিদ্বৎপ্রতীতি লইয়া বিবাদ করিয়া যথার্থ স্বার্থহানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ২

বিদ্বৎপ্রতীতির কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্‌দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রমপূর্ব্বক চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি সম্ভব। তাঁহারা চিচ্চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণদ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, চিদ্রসদ্বারা কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমে তিনি জড়চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকট সময়ে যে সমস্ত ভগবল্লীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎ-প্রতীতি ব্যতীত বস্তুসাক্ষাৎকাররূপ ফলপ্রদান করিতে পারে না। সুতরাং

বিদ্বৎপ্রতীতিতে চিদ্‌বিলাস ও অবিদ্বৎপ্রতীতির ফল নির্বিশেষ উপলব্ধি

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥

ভাঃ—১।৩।৩৭-৩৮

২ বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে।
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥

ভাঃ—১১।১১ ৩-৪

সাধারণতঃ অবিদ্বৎপ্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে অনিত্য তত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জানেন। কৃষ্ণশরীরের জন্ম, বৃদ্ধি ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারাই নির্বিশেষ অবস্থাকে 'সত্য' ও সবিশেষ অবস্থাকে 'প্রাপঞ্চিক' বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বে বিশেষ থাকায় তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু, তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য্য নহে। অপরিমেয় পদার্থে সসীম নরযুক্তি কি কার্য্য করিতে পারে? অতএব যুক্তির অসামর্থ্য। জীবের যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞাত ও আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে 'বিমলপ্রেম' বলি, তাহাই প্রাথমিক অবস্থায় 'ভক্তি' নাম লাভ করে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত বিদ্বৎপ্রতীতির উদয় হয় না, যেহেতু কৃষ্ণকৃপায় বিদ্যাশক্তি জীবের সহায় হন।

পরমতত্ত্বের যতপ্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাব অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ-ভাবটীই বিমল প্রেমের একমাত্র অধিক উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে আল্লার ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না। অতি প্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না, উপাস্য-একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। তত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্যবশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্মে যে 'গডের' ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগততত্ত্ব। ব্রহ্মের ত কথাই নাই। নারায়নও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্যবস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমলপ্রেমের সাক্ষাৎ বিষয় ১ স্বরূপ চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য বিরাজমান আছেন।

---

১ অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্বলহরী ১।৯

কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই। ১ সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ফল কৃষ্ণধামের পরিচয়। ফুল, কিশলয়ই—তথাকার সম্পত্তি। গোধন-সমূহই—প্রজা। রাখালগণ—সখা। গোপীগণ—সঙ্গিনী। নবনীত ও দধিদুগ্ধই—খাদ্যদ্রব্য। সমস্ত কানন ও উপবন কৃষ্ণপ্রেমময়। যমুনা নদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা। সমস্ত প্রকৃতিই—কৃষ্ণ-পরিচারিকা। যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।

এইরূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম করিতে পারে? পরমতত্ত্ব পরমলীলাময়, স্বেচ্ছাময় ও জীবের বিমলপ্রেমলিপ্সু। ঐশ্বর্য্যশিথিল মাধুর্য্যময় স্বভাবতঃ যে ঈশ্বর, সে কি মানবগণের কৃষ্ণই প্রেমের বিষয় ন্যায় পূজার জন্য লালসা করে, না পূজার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়? নিজের ঐশ্বর্য্যসমুদয়

---

১ তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদাপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্‌॥
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্‌॥
ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ।
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতাত্মনীশ্বরে॥

ভাঃ—৭।৭।৪৮, ৫১-৫৩

মাধুর্য্যদ্বারা গোপন করিয়া পরমচমৎকারলীলারসের আধারস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং আনন্দ লাভ করেন।

যাঁহারা বিমল ও পূর্ণপ্রেমকে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ ব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকেই বা মাধুর্য্যময় কৃষ্ণই বরণ করিতে পারেন? যদিও ভাবাভেদে কৃষ্ণ. প্রেমের বিষয়। বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়. তথাপি বিশুদ্ধ প্রেম-সাধকদিগের তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ. রূপ ও লীলাসমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সহকারে গৌণ ও মুখ্যরূপ বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক কৃষ্ণানু-রাগের অনুদয়ে বিধি শীলন করিতে থাকিবেন। (দ্বিতীয় বৃষ্টি দেখুন)

গাঢ়রূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেম-সাধনের দুইটী মাত্র উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। রাগমার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র, অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান ও উচ্চাধিকারী, তাঁহারাই কেবল ঐ মার্গে চলিতে সমর্থ। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবন-যাত্রানির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে জাগতিক বিধি নীতিই। সকল বিধিকে 'নীতি' বলা যায়। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থা নহে। সে নীতি নিতান্ত বহির্ম্মুখ-নীতি। ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য ঈশ্বর-বিশ্বাসমূলক কর্ম্মের ব্যবস্থাযুক্ত হইলে সেই নীতিই মানব-নীতিই যথার্থ বিধি। জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই যখন জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য, তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্য্যকে অব্যবহিতরূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্য বিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে বিধি-গৌণ। একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটী বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়। এস্থলে জীবনের তাৎপর্য্য যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা ব্যবধানশূন্য হইল না; যেহেতু, স্নানের ব্যবধান-শূন্য ফল—শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ঐ বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর উপাসনারূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর-উপাসনারূপ ফল এবং স্নান-বিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায় ঐ সকল অন্যান্য ফল ব্যবধান-স্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

মুখ্য-বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা [১]। বিধি ও উপাসনার

১। নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ ভাঃ—৩।২৩।৫২

মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরি-কীর্ত্তন বা হরি-কথা শ্রবণকে মুখ্যবিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্যবিধি, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণবিধি অবলম্বন না করিলে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না এবং শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরি-ভজনরূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণবিধির সহজ লক্ষণ এই যে, উহা নর-জীবনের অলঙ্কারস্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প ও কারুকর্ম্ম, সভ্যতা, পারিপাট্য ও অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নর-জীবনকে অকপটরূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্যবিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃত দ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফলকালে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।

গৌণ ও মুখ্যবিধির পরিচয়।

বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর-নৈতিক জীবন, সেশ্বর-নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন— এবম্বিধ নানাপ্রকার নর-জীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর-নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নর-জীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনই পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। প্রকৃত নর-জীবন সেশ্বর-নৈতিক জীবনের বিধি-নিষেধ লইয়া কার্য্য করে; অতএব এই গ্রন্থে সেশ্বর-নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যতা জড়-বিজ্ঞানসম্পত্তি ও নীতি সেশ্বর-নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে

নরজীবনে বিভিন্ন অবস্থা।

ভক্তিহীনতাই পরিগণিত। এই সমস্ত অলঙ্কারের সহিত সেশ্বর পশুধর্ম্ম। নৈতিক জীবন যেরূপে ভক্ত-জীবনে পর্য্যবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে, তাহা এই সমগ্র গ্রন্থ বিচার দ্বারা লক্ষিত হইবে জীবের জীবনই জৈবধর্ম্ম। মানব-অবস্থায় জৈব-ধর্ম্মকে মানব-ধর্ম্ম বলি। সেই ধর্ম্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গৌণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম জড়, জড়ের গুণ ও সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। মুখ্য বা স্বরূপগত ধর্ম্ম শুদ্ধজীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মুখ্যধর্ম্মই যথার্থ জৈবধর্ম্ম। গৌণধর্ম্ম আর কিছুই নয় গৌণ ও মুখ্যধর্ম্ম। কেবল জড়বশতঃ মুখ্যধর্ম্মের গুণীভূত অবস্থা মাত্র; জড়গুণ দূর হইলে জৈবধর্ম্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্যধর্ম্ম হয়। গৌণধর্ম্মকে সোপাধিক ধর্ম্মও বলা যায়। উপাধিরহিত হইলে ইহাই মুখ্যধর্ম্ম হইয়া পড়ে। গৌণ বিধি ও গৌণ নিষেধ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ—গৌণধর্ম্মের অন্তর্গত। গৌণধর্ম্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না, কেবল জীবের গুণমুক্ত অবস্থায় মুখ্যধর্ম্মরূপে পরিগণিত লাভ করিবে। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্যধর্ম্মের অযথাভূত পরিণতি দ্বারা গৌণ ধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। গৌণধর্ম্মের যথাভূত পরিণতিক্রমে মুখ্যধর্ম্ম পুনরায় উদিত হয়।

অতএব গৌণবিধি-নিষেধ বিচারপূর্ব্বক মুখ্যবিধি-নিষেধ ও অবশেষে জৈবধর্ম্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেমভক্তি, তাহা বিচারিত হইবে।

এই বৃষ্টিমধ্যে প্রথমে 'ঈশ্বর' নাম, পরে 'ভগবান' শব্দে ও অবশেষে 'কৃষ্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ এরূপ মনে না করেন যে ঈশ্বর, ভগবান ও কৃষ্ণ পৃথক পৃথক তত্ত্ব ১। কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপত

---

১ বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাঃ—১।২।১১

ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয়। কৃষ্ণই ভগবত্তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য্য-প্রকাশ। যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাম্বন্ধিকরূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর-ভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং 'ঈশ্বর' নামটী ব্যবহার করা যায়। এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থত্রয়ের সংখ্যায় কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে 'ঈশ্বর' নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর-ভাব আর কিছুই নয়, কেবল স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদার্থের উপর যে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয়মাত্র। পদার্থ সংখ্যার স্থলে 'ঈশ্বর' নামটীরই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

ঈশ্বর ভগবান ও কৃষ্ণ শব্দ (নাম)

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——::(*)::——

প্রথম বৃষ্টি—দ্বিতীয় ধারা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষাপ্রণালী

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রণালী জানিতে হইলে আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হই। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখেন নাই। শ্রীশিক্ষাষ্টকের আটটী শ্লোক ব্যতীত আর তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। দুই একটী আরও শ্লোক পদ্যাবলী গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সকল শ্লোকে আমরা কোন আনু-পূর্ব্বিক উপদেশ পাই না। এতদ্ব্যতীত আর এক আধখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

শিক্ষামৃতের গ্রন্থ-উপাদান।

গ্রন্থ কেহ কেহ প্রভুর রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা অনেক বিচার করিয়া স্থির করিয়াছি যে, ঐসকল গ্রন্থ আরোপিত বলিয়া মনে হয়। গোস্বামিমহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামিমহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই কবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃত রচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীকবিকর্ণপূর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক" এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যভাগবত" লিপিবদ্ধ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। সকল দিক বিচারপূর্ব্বক আমরা চরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীমহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থ-ধর্ম্মে ছিলেন, তৎকালেও শ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাতীরে, চতুষ্পাঠীতে এবং পথে পথে জীবসকলকে হরিনাম-

বিবিধ ঘটনা।

মাহাত্ম্য ও হরি-কীর্ত্তনের কর্ত্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে, বিদ্যানগরে শ্রীরায় রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে বেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে এবং ক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়কে ও বল্লভভট্ট মহোদয়কে, বারাণসীতে

শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপ্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়। ঐ সমস্ত শিক্ষা বিচারপূর্ব্বক আমরা প্রভুর শিক্ষা-প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছি।

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিয়া প্রচারকার্য্য করেন। কোন কোন দেশে প্রচারক শ্রীনাম প্রচার। পাঠাইয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রচারক-গণকে অসীম শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন। তাঁহার কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধচরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই অন্যান্য ধর্ম্মে আজকাল বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ যথেষ্ট ফল হয় না। যথা, চৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠা'ল গৌড়দেশে।
তিহোঁ ভক্তি-প্রচারিল অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশ করিল গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণ-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার॥"

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম-ধন সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কথনই নিত্যবিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ

গৌর শিক্ষাসার।

সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য ঘটনাক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস"—এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই করিবে।

এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। বিশ্বাস দুইপ্রকারে

সত্যবিশ্বাসই মূল।

উদিত হয় অর্থাৎ কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহু জন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়। যথা চরিতামৃতে মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ, ৯ সংখ্যা—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥"

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস ; চরিতামৃত মধ্য ২২শ পঃ, ৬২ সং—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

কৃষ্ণ-ভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা ১। সুকৃতি জনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম্ম

---

১ যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

ভাঃ—৪।৩১।১২

ভজন-ক্রম।

হইতে স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিত শ্রদ্ধ [১] পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গে ভজনপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় অনর্থ বিনাশ করিয়া ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

রাগমার্গ বিচার নিরপেক্ষ।

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে স্বয়ং রাগমার্গে বিচরণ করে [২]। আর শাস্ত্রযুক্তি বিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণ-রতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন সদ্‌গুরুর নিকট বিচার সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসলক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয়, তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। যথা—প্রভুবাক্যে চরিতামৃতে আদি সপ্তমে—

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্রসার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হইতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

---

১ যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাঃ—১১।২০।৮

২ তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাঃ—১১।২০।৯

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্র মর্ম্ম ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে ।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত ।
হাসি কাঁদি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত ॥
তবে ধৈর্য্য ধরি মনে করিল বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥
পাগল হইলাঙ্ আমি ধৈর্য্য নাহি মনে ।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল ।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব ।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥

এই প্রভু বাক্যে আমরা একটী কথা সংগ্রহ করি। "কণ্ঠে করি'

এই শ্লোক করহ বিচারে"—এই কথায় জানা গেল যে, শাস্ত্র-বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসই শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা পুষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে। প্রভুর মতে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। কেবল তর্কাদি শাস্ত্র কোন প্রমাণ নয়। যথা, সন্ন্যাসিশিক্ষায় আদি সপ্তমে ১৩২ সংখ্যায়—

"স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি ॥"

পুনরায় মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে ১২২শ সংখ্যায় সনাতন গোস্বামি-শিক্ষায়—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ ॥"

স্পষ্ট বোধ হয় যে, শ্রদ্ধা দুইপ্রকার অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। দৃঢ়শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ কোমল ও দৃঢ়শ্রদ্ধা ভাবরূপা। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ সম্পূর্ণ-রূপে শ্রীশিক্ষাষ্টকে আছে। কোমলশ্রদ্ধা সম্বন্ধে প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ ৯-১৩)।

কোমলশ্রদ্ধার উন্নতিক্রম

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধু সঙ্গ' করয় ॥
সাধু-সঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ' নিবর্ত্তন' ॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ ধাম ॥"

দৃঢ়শ্রদ্ধাই—রাগ।

কোমল শ্রদ্ধের কৃত্য

দৃঢ়শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য্য নাই। কোমলশ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্রগ্রহণ ও গুরূপদিষ্ট মতে অর্চ্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হয়। ইঁহাদের জন্য দশমূল শিক্ষা। প্রমাণ একটি মূল ও প্রমেয় অর্থাৎ যে বিষয়গুলি প্রমাণিত হইবে, তাহা নয় প্রকার।

দৃঢ়শ্রদ্ধ

কোমলশ্রদ্ধের পক্ষে বেদাদি শাস্ত্রই মূলপ্রমাণ

দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস জনিত হরিনাম মাত্র সাধনে সকল প্রমেয়গুলি নামের কৃপায় আপনা হইতে উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমানালোচনার প্রয়োজন নাই। সুতরাং কোমলশ্রদ্ধ পুরুষগণের সম্বন্ধে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা দুষ্ট-সঙ্গে সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিস্তারস্বরূপ বেদই তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ। বেদ বিপুল এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদিগের জন্য অনেক ব্যবস্থা বেদে থাকায় শুদ্ধভক্তদিগের প্রতি উপদেশ সহজে সংগৃহীত হয় না। বেদের মূল তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে বেদশাস্ত্রের অভিধেয়রূপে বর্ণিত আছে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিবার জন্য সাত্ত্বিক পুরাণসকল প্রদত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিকপুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই [১] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বেদের সাত্ত্বিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বিশারদ। সুতরাং

১। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ (গরুড়পুরাণ)

ভাগবত শাস্ত্র এবং তদনুগ পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণমধ্যে গণিত।
সনাতনশিক্ষায় প্রভু কহিলেন—

বেদশাস্ত্র কহে 'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' 'প্রয়োজন'।
কৃষ্ণপ্রাপ্য সম্বন্ধ ভক্তিপ্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়—নাম 'ভক্তি' 'প্রেম' প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম-মহাধন ॥

বেদের প্রতিপাদ্য

সম্বন্ধ—চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর—এই তিনটি বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তুর দুই শক্তি, অচিৎ ও জীব। অচিৎ শক্তির পরিণামে অচিৎ জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণামে জৈব জগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে জীবের কৃষ্ণদাস্য পুনঃ প্রাপ্তির নাম—সম্বন্ধ স্থাপন। যথা সার্বভৌম শিক্ষায়,—

১। কৃষ্ণই সম্বন্ধ

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥

পুনঃ চরিতামৃত মধ্য ২০।১২৫, সনাতনশিক্ষায়,—

'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।"

এই সম্বন্ধ তত্ত্ব বিচারে সাতটী বিষয় প্রমেয় স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১ কৃষ্ণবিচার, ২ কৃষ্ণশক্তি বিচার, ৩ রসতত্ত্ববিচার, ৪ জীবতত্ত্ববিচার, ৫ জীবের সংসার বিচার, ৬ জীবের নিস্তার বিচার এবং ৭ অচিন্ত্য ভেদাভেদবিচার। এই সাতটী প্রমেয় পৃথক পৃথক বিচার করিয়া সম্বন্ধজ্ঞান লব্ধ হয়।

সপ্ত প্রমেয়

অভিধেয়—শব্দসকল বিন্যস্ত হইয়া একটী রচনা হয়। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয় তাহার নাম—শব্দের অবিধা শক্তি। যথা

'দশটী' হাতী বলিলে সহজে দশসংখ্যক হাতীকে অনুভব করা যায়

কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। এই সহজ অর্থকে অভিধেয় বলা হয়

অভিধা ও লক্ষণাবৃত্তি 'লক্ষণা' নামক শব্দের আর একটী শ

আছে; যেমন "গঙ্গায় ঘোষপল্লী"। জলে ঘোষপল্লী হয় না বলিয়

লক্ষণা শক্তিদ্বারা জলের ধারে ঘোষপল্লী বুঝা যায়। যে স্থলে লক্ষণা

প্রয়োজন, সেখানে অভিধাশক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবি

অর্থ হয়, এরূপস্থলে কেবল অভিধাই কার্য্য করে।

বেদশাস্ত্রে অভিধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই গ্রাহ্য

বেদশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ—বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদে

কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র অভিধেয় জানা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববেদ বিচা

উহা অষ্টম প্রমেয় করিলে দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্তি

বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্ত

সম্বন্ধ। মুখ্যসম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায়

শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহাই সাধন ভক্তি। এই একটী প্রমেয়।

প্রয়োজন—যাহার উদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়—তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিন্ধুরূপ প্রয়োজন একটি প্রমেয়। একে নয়টী প্রমেয় উপস্থিত হইল। অতএব সনাতনশিক্ষায়—

"এইত কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।

৩। কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন বেদশাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ একসার॥

নবমপ্রমেয় এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।

যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-প্রেমধন॥"

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু জৈবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

———

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——ঃঃ(*)ঃঃ——

প্রথম বৃষ্টি—তৃতীয় ধারা

কৃষ্ণ—কৃষ্ণশক্তি ও রস

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি। কৃষ্ণই পরতত্ত্ব তিনি সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নাম গোবিন্দ। তিনি সকল কারণের কারণ। যথা সনাতন শিক্ষায়—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দ পর-নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক-নিত্যধাম ১॥"

জৈবজগতেই ঈশ্বরস্বরূপের অনুভূতি লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর মানবকে যে অনুভব বৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উচ্চ জীবসকল ঈশ্বরের

---

১ গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবী মহেশ
হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দমাদিপুরুষং
তমহং ভজামি। ব্রঃ সঃ ৫৪৩

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্॥
ভাঃ ১১।১৪।১৫

স্বরূপ অনুভব করে। মানবের অনুভব বৃত্তি তিন প্রকার—স্থূলদেহগত

স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ বা মন এবং আত্মগত অনুভূতি

জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহ বা মনোগত বোধশক্তি এবং জীবাত্মস্বরূপগত চিদ্দর্শন বৃত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। তদ্দ্বারা যে বাহ্যবোধ হয়, সে কেবল জড়জ্ঞান মাত্র। মনোগত জড়জ্ঞান প্রতিফলিত চিন্তা, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি দ্বারা জড়জ্ঞান ও চিদাভাস দর্শন মাত্র ঘটে। সুতরাং এই দুইপ্রকার জ্ঞানবৃত্তিই প্রাকৃত। ঈশ্বরস্বরূপ চিদানন্দ তত্ত্বানুভূতি ঐ দুই বৃত্তির

পরমাত্ম ও ব্রহ্মদর্শন

দ্বারা সম্ভব হয় না সুতরাং আত্মবৃত্তিকে আশ্রয় না করিলে আর ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন হয় না। যে মানবগণ জড় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণাদি যোগাঙ্গের আশ্রয় 'ব্যতিরেক' চিন্তাদ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্ট জগতের আত্মা বোধ করিয়া পরমাত্ম-দর্শনরূপ একটি সমাধি কল্পনা করেন; একাযোগেও সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। কেবল প্রাকৃতজ্ঞান নিষেধপূর্বক একটি খণ্ডবোধ লাভ করেন। যে মানবগণ তদপেক্ষা অধিকতর ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা প্রাকৃতরূপাদির ধিক্কার করিয়া একটি নিরাকার নির্বিকার পরমেশ্বর স্বরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্রহ্ম দর্শন ভাণমাত্র ১। অতএব সনাতনকে প্রভু বলিলেন ঃ—

---

১ বাচং যচ্ছ মনোযচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥
যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়াযতিঃ।
তস্য ব্রতং তপোদানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥
তস্মামনো বচপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥ ভাঃ ১১।১৬।৪০-৪৪

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধপ্রকাশে ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫৭)

আবার বলিয়াছেন—

'মুখ্য গৌণ-বৃত্তি কিম্বা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥'
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৪৬)

ফলকথা এই যে জীব দ্রষ্টৃস্বরূপে যখন ঈশ্বর দর্শন করিতে চান, তখন নিজের যে অধিকার হইতে বীক্ষণ করেন, সেই অধিকারের দ্রষ্টব্য ঈশ্বরস্বরূপ দেখেন। কর্ম্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে ভগবান আমাদের সম্বন্ধে লক্ষিত হন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিবিধ দর্শন অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ-তত্ত্বকেই 'তত্ত্ব' ১ বলেন। সেই অদ্বয় চিদ্বিগ্রহকে আপনাপন অধিকৃত যন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

সেই ভগবানই কৃষ্ণ। যাঁহারা কৃষ্ণকে সামান্য নরস্বরূপ ও নরবৎ বিলাসবান্ মনে করিয়া অবহেলা করেন। তাঁহাদের তত্ত্ববোধে বিশেষ ক্ষুদ্রতা লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের মর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক ২ মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন যথা;—

---

১ বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাঃ ১।২।১১

২ এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ভাঃ ১।৩।২৮

কৃষ্ণই ভগবান

"ভক্তে ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্তস্বরূপ॥
স্বরংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশনাম।
প্রথমেই তিন-রূপে রহেন ভগবান।
'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ'—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
'প্রাভব' 'বৈভব'রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৬৪-১৬৭)

অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধপ্রকার।
পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥

(ঐ মধ্য ২০।২৪৫-৪৬)

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥ ১

(ঐ মঃ ২০।৩২৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টি—ভগ। যে পুরুষ তদ্‌যুক্ত তিনিই ভগবান। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, যেহেতু স্বভাবতঃ তাঁহাতেই সমস্ত ভগবত্তার চরম-প্রকাশ। কৃষ্ণ অপেক্ষা উচ্চ বা কৃষ্ণের সমান আর কেহ নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। তদেকাত্মপুরুষগণ

১ সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ভাঃ ২।৬।৩০

কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুই—কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার তিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন। তাঁহার অংশ গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষদ্বয়। রাম নৃসিংহাদি অবতার পুরুষের অংশকলা মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান, পুরুষাবতারের মূল।

অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি থাকিয়াও যুগপৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই ব্রহ্ম—কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ১। যোগশাস্ত্রে ও বেদে যে পরমাত্মার উল্লেখ আছে, সেই পরমাত্মা—কৃষ্ণের এক অংশ ২। এই কথা দুইটীর শাস্ত্রপ্রমাণ বহুতর আছে এবং তর্কশাস্ত্রাদির যুক্তি সহজে ইহা বুঝিতে পারে না। সূর্য্য-স্বরূপ হইতে যেরূপ আলোক সৌরজগতের সর্ব্বত্র ব্যপ্ত, সেইরূপ চিদানন্দস্বরূপ

কৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ পরিচয়

অপ্রাকৃত সর্ব্ববিক্রমযুক্ত কৃষ্ণ-সূর্য্য হইতে তাঁহার অসীম কিরণ সর্ব্বগরূপে সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ব্যতিরেক চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের চিত্তে নিরাকারাদি ব্যতিরেক ধর্ম্মদ্বারা প্রতিভাত হইয়াছেন। জড়-জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রবিষ্ট কৃষ্ণাংশকে যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করেন প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকাররূপে নিরাকার নির্ব্বিকার ধর্ম্মগুলি খণ্ডবিৎ পণ্ডিতদিগের

---

১ যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিষ্বশেষব-
সুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং
তমহং ভজামি॥ ব্রঃ সং ৫।৪৬

২ কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ভাঃ ১০।১৪।৫৫

উপাসনার বিষয় হইয়াছে। নরপূজা বা গুণপূজা পাছে আমাদিগকে অধিকার করে, এই আশঙ্কায় খণ্ডাবিৎ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণ নিরাকার নির্ব্বিকার আশ্রয়পূর্ব্বক অবশেষে প্রেমধনে বঞ্চিত হন।

অসৎ সংস্কার হইতেই এইরূপ পবিত্র জৈবধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেক বুদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করেন। জীবের ভাগ্যফলে এইরূপ অনন্তসুখ লাভ হয়। দুর্ভাগ্য-ফলে সামান্য প্রাকৃত বিজ্ঞান-বঞ্চিত-বুদ্ধি অপ্রাকৃতরাজ্যে প্রসারিত হইতে কৃষ্ণদর্শনে যোগ্যতা পারে না। কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রাকৃত কালে সর্ব্বোচ্চ গোলোকপতি হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভৌম জগতে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের সহিত আপনাকে আপনি অবতীর্ণ করিয়াও সর্ব্বদা শুদ্ধ সবিশেষ ধর্ম্মে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন ১। চর্ম্মচক্ষু ইত্যাদিতে উপলব্ধ হন না। কখন কখন কৃষ্ণ স্বীয় শক্তি দ্বারা চর্ম্মচক্ষে উদিত হইয়াও অনুদিতপ্রায় থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্য। প্রাকৃত দেশকালে অপরিচ্ছিন্ন। কেবল বিশুদ্ধ আত্মগত ভক্তিচক্ষুতে তাহা দেখা যায় এবং ভক্তিভাবিত মনে তাহা ধ্যাত হয় ২। যতদিন

---

১ অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ
সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥
ভাঃ ১।৫।১৩

২ ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্‌প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥

প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে সেই পরমতত্ত্বের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, ততদিন সেই তত্ত্ব সহজে দূরে অবস্থিতি করে। তৃণাদপি সুনীচচিত্তে যখন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন ভাগ্যবান লোক উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অসীম আনন্দ ভোগ করেন। ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধোদয়ে আর প্রাকৃত অহঙ্কারে মুগ্ধ থাকিয়া নামাপরাধী হন না। কৃষ্ণানুশীলনে জাতি বর্ণ, প্রাকৃতবিদ্যা, রূপ, বল, প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি বল, উচ্চপদ, ধন, রাজ্য প্রভৃতি কিছুই কার্য্য করে না। এতন্নিবন্ধন বর্ণাভিমানী প্রভৃতির পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব স্বভাবতঃ সুদূরবর্ত্তী। এইসকল হেতুবাদ বিচার করিলে বর্ত্তমান কৃষ্ণতত্ত্বের অবজ্ঞার কারণ সহজে প্রতীত হইবে ১।

প্রাকত বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা এই যে, সে স্বীয় অধিকারাতীত সকল তত্ত্বই জানিতে চায়। অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহার অধিকার নাই, তথাপি নির্লজ্জভাবে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়, শেষে নিজেও বিকৃত হইয়া নিরস্ত হয়। জীবের সৎসঙ্গ-অপ্রাকৃত নির্ব্বার জনিত দৈন্যে কৃষ্ণকৃপা উদিত হয়। তাহাতেই

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো, বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক-মোহ-ভয়াপহা॥ ভাঃ ১।৭।৪-৭॥

১ শ্রিয়াবিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেন বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়াঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ॥
ভাঃ ১১।৫।৯

তাহার অপ্রাকৃত তত্ত্বে অধিকার জন্মে। কেবল জড়ীয় বিচার বলে কখনই কিছু অপ্রাকৃত লাভ হয় না ১।

কৃষ্ণশক্তি। কৃষ্ণশক্তি অনন্ত। অনন্ত জগতে কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র জৈবজ্ঞানে আমরা জানিতে পারি না। চিজ্জগতে অর্থাৎ বিরজার পারে বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি গোলোক ব্রজ বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। গোলোকে মাধুর্য্যপ্রধান প্রকাশে সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত হইয়া থাকে ২। কৃষ্ণ—স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের এক মায়াশক্তি অবিচিন্ত্য মহাশক্তি আছে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকে মায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া" এই অর্থে মায়াকেই কৃষ্ণের বাহ্য পরিচয় মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। মায়াকেই তত্ত্ববিৎগণ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া পরা ও অপরা বিভাগে চিৎশক্তি ও মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ পরাশক্তিই কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্য শক্তি। তাহার ছায়াকেই অপরাশক্তি বলা হইয়াছে। জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রীই

---

১ তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
ভাঃ ১০।১৪।২৮

২ কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরতী-
র্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।
ভাঃ ১০।১৪।২১

সেই ছায়ারূপা মায়া ৪। চিদ্বিষয়ে যে মায়াশক্তিকে দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, সে এই ছায়ারূপা মায়াশক্তি, স্বরূপশক্তিরূপা মায়া নয়। এই-জন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন :—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১১১)

পুনরায় বলিয়াছেন :—

"অনন্তশক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫২)

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিয়াছেন :—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি ॥
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৫৮-১৬০)

ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণের আত্মাশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটি বিভাব, তিনটি প্রভাব ও তিনটি অনুভাব

---

৪ ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ ॥ ভাঃ ২।৯।৩

কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে ১। চিচ্ছক্তি জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটি বিভাব। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই তিনটি প্রভাব। সন্ধিনী হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই তিনটি অনুভাব। (ক) ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ, কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম, দ্বিভুজ, প্রভৃতি বিগ্রহ-বিভিন্ন শক্তি পরিণাম রূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ধামে পার্ষদসহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইয়াছে। (খ) জ্ঞান-শক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তি দ্বারা উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেই নাই জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেবপ্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেব সংকর্ষণাদি প্রকাশ। জীবশক্তিরূপ তটস্থাশক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রভাবে নিত্য পার্ষদ, অধিকৃত দেবতাবর্গ এবং নর দৈত্য রাক্ষসাদি উদিত হইয়াছে। (গ) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভব সমুদায়ই স্বীয় ক্রিয়াশক্তিপ্রভাবে। চিচ্ছক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী বিচিত্রতা। এই সমস্ত মিলিত হইয়া পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয় ব্যতিরেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছশক্তিক্রিয়া সমুদয়ই নিত্য। যথা সনাতন শিক্ষায়,—

"যদ্যপি অসংখ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।
তথাপি সংকর্ষণেচ্ছায় তাঁহার প্রকাশ ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৭)

---

১ যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো
বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে
ভাঃ ৪।৯।১৬

ছায়াশক্তির অন্যতম নাম জড়াপ্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছেঃ—

"মায়াদ্বারে সৃজে তিহোঁ ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়ারূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥

জড়া প্রকৃতি জড় হইতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লোহ যেন অগ্নি-শক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৯ ২৬১)

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণ শক্তি। মায়াশক্তির নশ্বর পরিণাম জড়জগৎ। চতুর্থধারায় তটস্থ বা জীবশক্তির বিষয়ে কিছু পরিস্কৃত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং রসতত্ত্ব। তাহা বেদে বলিয়াছেন। সপ্তমবৃষ্টি প্রথমধারায় যে রসতত্ত্ব বিচারিত হইবে, তাহাতে রস যে কি তত্ত্ব, তাহা অনুভূত হইবে। বাক্য—প্রাকৃত, সুতরাং বাক্য যাহা বলিবে তাহা যত যত্নের সহিত বলুক না কেন, প্রাকৃত বা অপ্রাকৃতবৎ হইয়া উঠিবে। পাঠক যদি প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রদ্ধান্বিত হন, তবে অপ্রাকৃত রস তাঁহার শুদ্ধচিত্তে উদিত হইবে। সৎসঙ্গ ও ভাগ্যের ফলেই তাহা হয়। তর্ককে পেষণ করিলে তাহার উদয় হয় না। দুষ্টসঙ্গে প্রাকৃত রস সহজিয়া আকারে জিজ্ঞাসুকে অধঃপাতিত করায়। বিশেষ সাবধানে রসতত্ত্ব অনুভব করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি অপ্রাকৃতগুণে স্বয়ং অখণ্ড রস ২।

---

২ অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥

সেই চৌষট্টি গুণের মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে জীবে আছে। সেই পঞ্চাশ গুণ কিছু অধিক পরিমাণেও আর পাঁচটি অধিকগুণ শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবে লক্ষিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিভিন্নাংশ হইয়াও 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত হন। সেই পঞ্চান্ন গুণ পূর্ণরূপে এবং আরও পাঁচটী গুণ পূর্ণরূপে নারায়ণ বিষ্ণুও তদবতারগণে দেখা যায়। বিষ্ণুতত্ত্বের ষষ্টিগুণ এবং আর চারিটি পরম অপ্রাকৃত অসাধারণ গুণ কৃষ্ণে বিরাজমান। এইজন্য কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বরসময়তত্ত্ব। স্বরূপশক্তির যত বৈচিত্র্য আছে, সেই সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উপকরণ।

বিদগ্ধশ্চতুরোদক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচিৰ্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তঃ লোকসাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্র ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহ্যা হরেরমী॥
জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়াভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥
অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

হ্লাদিনীসাররূপ রাধাঠাকুরাণীই সর্ব্বপ্রধানা। গোলোক ব্রজে এইরসের নিত্য বসতি হইলেও বক্ষেচ্ছাদ্বারা যোগমায়া চিচ্ছক্তি সেই রসকে অখণ্ড-রূপে ভৌমব্রজে প্রকাশ করেন। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিতে শক্তিলাভ করে নাই, তাঁহারা এই অপার রসতত্ত্বের মীমাংসা বা অনুভব করিতে পারিবেন না, কাজে কাজেই ব্রজরসকে প্রাকৃতজ্ঞানে অবহেলা করিবেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেমলাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন ১। ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥
অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মনসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধ্বরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেনুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ দক্ষিণ ১ম লহরী)

১ বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৪১

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——::(*)::——

প্রথম বৃষ্টি—চতুর্থ ধারা

জীব—বদ্ধজীব ও মুক্তজীব

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে কয়েকটি কথা আমরা পাইয়াছি। সনাতন শিক্ষায় ঃ—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান

স্বরূপশক্তিতে তাঁর হয় অবস্থান ॥

স্বাংশ বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥

স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ

স্বাংশবিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতার গণ।
বিভিন্নাংশে জীব তার শক্তিতে গণন ॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্যসংসার ॥
নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

জীব দুই প্রকার
নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত

নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি মারে।

নিত্যবদ্ধের দশা

কাম ক্রোধের দাস হইয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকট যায় ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭-২৫)

স্থানান্তরে পাওয়া যায় 'সনাতন শিক্ষায়' ঃ—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

জীবের স্বরূপ — কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১০৮-৯)

পুনরায় রূপশিক্ষায় ঃ—

"এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।

চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।

তার সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি ১॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৮-৩৯

সার্ব্বভৌম শিক্ষায় বলিয়াছেন ঃ—

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥

ঈশ্বর ও জীব — গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।

হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৬২-৬৩)

এই মহাবাক্যগুলির নিষ্কর্ষার্থ এই যে, অবিচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় চিচ্ছক্তিদ্বারা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে দ্বিবিধ বিলাস করেন। স্বাংশ দ্বারা চতুর্ব্যূহ ও অসংখ্য অবতারগণের বিস্তার

---

১ কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হী চিৎকণঃ॥
চরিতামৃতধৃত শ্লোকঃ (মধ্য ১৯।১৪৪)

করেন। বিভিন্নাংশ দ্বারা জীব-সমষ্টি বিস্তার করিয়াছেন ১। স্বাংশ স্বাংশতত্ত্ব বিস্তারে পূর্ণ চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব— সর্ব্বশক্তিমান্। পূর্ণ হইতে অংশ সকল পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমন এক মহাদ্বীপ হইতে অনন্তদ্বীপ প্রজ্বলিত হইলেও মহাদ্বীপের কিছু ক্ষয় হয় না ২, প্রত্যেক পৃথক দ্বীপ মহাদ্বীপের তুল্য; তদ্রূপ স্বাংশ বিস্তারকে বুঝিতে হইবে। স্বাংশ প্রকাশিত পুরুষসকল মহেশ্বর এবং কর্ম্মফল ভোগ করেন না,—প্রায় কৃষ্ণতুল্য ইচ্ছাময় হইয়াও কৃষ্ণেচ্ছার অধীন মাত্র।

চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশসকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয়। ৩ ইহাকে তটস্থাশক্তি বলে। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত তত্ত্বই— তটস্থাশক্তি। তাহাতে মায়াশক্তির কোন সত্ত্বাপ্রকাশ নাই। অথচ তাহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ মায়াপ্রবণ। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি হইতেই এরূপ একটী শক্তির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ইহার মূল। বিভিন্নাংশ

১। ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সংজায়তে নতু ততঃ পৃথগস্তিহেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্গোবিন্দমাদিপুরুষং
তমহং ভজামি॥ ব্রঃ সং ৫।৪৫

২ দীপার্চ্চিরেবহি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেবহি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
ব্রঃ সং ৫।৪৬

৩ বালাগ্রশতভাগস্যশতধাকল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ সবিজ্ঞেয়স্তদনন্তায় কল্প্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়াণামহং মনঃ॥ ভাঃ ১১।১৬।১১

বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব জীবসকল কর্ম্মফল ভোগের যোগ্য। যতদিন স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় মন করেন, ততদিন তাঁহারা মায়া বা কর্ম্মের অধীন হন না; কিন্তু যেক্ষণে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতিক্রমে নিজ ভোগেচ্ছা হয় ও কৃষ্ণসেবাধর্ম্ম বিস্মৃতি হয়, তখনই তাঁহারা মায়া-মোহিত হইয়া কর্ম্মপরতন্ত্র হন। কৃষ্ণসেবা যে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম—একথা যেই মনে পড়ে, তখনই মুক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মবন্ধন ও মায়াপীড়া হইতে উদ্ধার করে। ১ জড়জগতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বন্ধন হওয়ায় তাঁহাদের বন্ধনকে 'অনাদি' বলে। তাঁহারা 'নিত্যবদ্ধ' নামে অভিহিত হন। যাঁহারা এরূপ বদ্ধ হন নাই, তাঁহারা 'নিত্যমুক্ত'॥ যাঁহারা বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা 'নিত্যবদ্ধ'।

এই সকল কারণে ঈশ্বরস্বরূপ ও জীবস্বরূপে বিশেষ ভেদ দেখা কৃষ্ণ ও জীব যায়। ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব মায়াপ্রবণ এবং ফলত মায়াবদ্ধ ২। কৃষ্ণরূপ বিভুচিৎস্বরূপের অংশ বলিয়া জীবকে বিচারস্থলে

---

১ আত্মানমন্যঞ্চ স বেদবিদ্বানপি পিপ্পলাদোঃ নতু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়াযুক্ সতুনিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ॥

ভাঃ ১১।১১।৭

২ ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভেজেত্তং ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

ভাঃ ১১।২।৩৫

৩। ত্বং মিত্যমুক্তপরিশুদ্ধবিশুদ্ধ আত্মা কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্টা দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্সে॥

ভাঃ ৪।৯।১৫

চিৎকণ ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্নতত্ত্ব বলা যায়। কিন্তু কৃষ্ণশক্তি বলিয়া জীবের অভিন্নত্বও বিচারিত হয়। সুতরাং প্রভু জীবকে ভেদাভেদপ্রকাশ বলিয়া অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন। সূর্য্যাংশু কিরণকণ ও অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ এই দুইটি তুলনা দিয়া জীবকে কৃষ্ণ হইতে নিত্যভিন্ন বিভিন্নাংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনই সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়। পরব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপকান্তিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জগন্মধ্যে পরমাত্মরূপে এক অংশ বিস্তার করেন এবং জগতের বাহিরে ব্যতিরেক অবস্থায় নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবরূপ অচিন্ত্য অদৃশ্য, অপ্রাপ্য, ব্রহ্মরূপে প্রতিভা বিস্তার করিতেছেন। কৃষ্ণের অচিন্ত্য, বিভিন্নাংশ দেব, নর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিবিধরূপে বিস্তৃত। সকল জীবের মধ্যে মানবই ভাল, কেননা কৃষ্ণভক্তি করিবার যোগ্য। মানব হইয়াও জীব কর্ম্মদোষে স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করে। মায়াবশীভূত জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া নানা আশাফলের অনুসন্ধান করে।

অণুচৈতন্য জীব স্বভাবতঃ পূর্ণচৈতন্যরূপ কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। সেই নিজ নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া জীব বদ্ধভাবে থাকেন। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে আসিলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হন। চৈতন্যবস্তুর যে স্বাভাবিক শক্তিধর্ম্ম তাহা অণুচৈতন্য জীবে অণুপরিমাণে অবস্থিত। তন্নিবন্ধন জীব প্রায় স্বভাবতঃ নিঃশক্তি—মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত

জীবের স্বরূপ। হইয়া তৎপরিমাণে শক্তিযুক্ত হন। 'আমি চৈতন্য বস্তু', ইহা অধ্যাস করিয়া জীবের শক্তিলাভ হয় না; অথচ তাহাতে যে মুক্তি হয়, তাহা নির্ব্বাণরূপা মুক্তি। 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অধ্যাসে জীবের কৃষ্ণশক্তি দ্বারা নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত লাভ হয়। মায়াধ্যাসরূপ ভয় দূরীভূত হইয়া যায়।

বদ্ধজীব নানা আকারে লক্ষিত হয়—সে কেবল নিজকর্ম্মফলে ১। মায়িক কোন গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া জীবের গঠন হয় নাই। মায়িক ধর্ম্মে জীবের গঠন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে মায়াবাদ আসিয়া স্থান করে। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিন্ময় ও চিদ্ধর্ম্মে গঠিত। তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব বদ্ধজীবের বিরূপাবস্থা। মায়িকধর্ম্মে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। সেও কেবল কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম ভুলিয়া ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধ জীবের সত্ত্বা, আকার ও বিকার সকলই চিন্ময়। তবে জীব অণুচেতনা বলিয়া সে সকলই এরূপ অণু যে, যখন জীব মায়াবদ্ধ হন, তখন প্রথমে তাঁহার শুদ্ধ আকারকে মনোময় লিঙ্গদেহ আচ্ছাদন করে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আবার স্থূলদেহ ঐ লিঙ্গদেহকেও আচ্ছাদন করিয়া জড় কর্ম্মোপযোগী করিয়া ফেলে, ২ কিন্তু শুদ্ধ-স্বরূপের মায়িকবিকারই এই স্থূল ও লিঙ্গস্বরূপ। সুতরাং, তাহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই কয়টী মায়িক স্থূলভূত বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটি লিঙ্গতত্ত্ব লিঙ্গদেহকে গঠন করে ৩। এই দুইটী আচ্ছাদন দূরে

১। মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥ ১১।২২।৩৬

২। মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্॥ ভাঃ ১১।২৬।১

৩। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

হইলে জীবের মায়ামুক্তি হয়। তখন জীবের আত্মময় চিচ্ছরীর প্রকাশ পায়। মুক্ত-পুরুষ স্বীয় আত্মশরীরের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কার্য্য করেন। জীবের স্বরূপসিদ্ধ। স্থূল জগতের আহার, বিহার, স্ত্রীসঙ্গ, মলমূত্র-ত্যাগ, শারীরিক আঘাত, পীড়া, দুরতানিবন্ধন ক্লেশ ইত্যাদি চিচ্ছরীরে কিছুই নাই। জীবের দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তধর্ম্মেই তাহারা স্থূল শরীরে যে কার্য্য করে, তাহা জীব ভ্রম-ক্রমে স্বীকার করিয়া সুখ দুঃখ বোধ করেন ১।

মুক্তপুরুষের এই সম্বন্ধে আর একটী গূঢ়তত্ত্ব আছে। মুক্ত হইয়াও যতদিন জড়জ্ঞানাভিমান থাকে বা জড় ব্যতিরেক নির্ব্বাণবুদ্ধি থাকে,

---

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীঃ ৭।৪-৫

১। প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান্।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে ॥
নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমানেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥
যথামনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ ॥
অর্থেহ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমো যথা ॥ ভাঃ ১১।২২।৫০-৫৫
হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়ানাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ ভাঃ ১।৬।২০

ততকাল ভক্ত্যুপযোগী ভাগবতী তনু লাভ হয় না ১। ভক্ত সাধুসঙ্গফলে ভাগবতী তনু যে অবান্তর মুক্তিদশা উপস্থিত হয়, তাহাই ভাগবতী শুদ্ধতনু উদয় করাইতে পারে ২। জ্ঞানিগণ সঙ্গে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্তাভিমান মাত্র, তাহাও জীবের পক্ষে একটি দুর্দ্দশা মাত্র। এস্থলে সংক্ষেপে জীবের শুদ্ধস্বরূপ, বদ্ধস্বরূপ ও মুক্তস্বরূপের বিষয় আলোচিত হইল। জীবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অন্যত্র আলোচিত হইবে।

———

১ এবং কৃষ্ণমতে ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎসৌদামিনী যথা॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ভাঃ ১।৬।২৬-২৭

২ যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
ভাঃ ১০।২।২৬

———

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——ঃঃ(*)ঃঃ——

প্রথম বৃষ্টি — পঞ্চম ধারা

অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব

কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণরস জীবস্বরূপ, বদ্ধজীব মুক্তজীব এই ছয়টী প্রমেয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারাতে বিচারিত হইয়াছে। এই ধারায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদসম্বন্ধ-তত্ত্ব সংক্ষেপে বিচারিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে প্রভুর উপদেশগুলি অগ্রেই অবতারিত করিব। সন্ন্যাসি শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন। যথা ঃ—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ।
১ ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁর উঠিল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥ ২

---

১ যথোল্মুকাবিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপিস্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাযথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ॥ ভাঃ ৩।২৮।৪০

২ কালাদ্‌গুণব্যাতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্মমহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥

তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিও মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥
তাঁহে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতাতে হানি॥”

পুনরায় সার্ব্বভৌমশিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন ঃ

“উপনিষৎ শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণ॥”

সন্ন্যাসিশিক্ষায় আরও বলিয়াছেন ঃ—

“প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্ব-ধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য তাই করি আচ্ছাদন।
১ মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥

মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃ সত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ॥ ভাঃ ২।৫।২২

১ ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। গীতা ১৭।২৩

প্রভু কহে বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥
গৌণ বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বর আজ্ঞা পাঞা ১।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার॥
চিদানন্দ তিঁহো তাঁর স্থান পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥"

---

১ "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"
"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা"॥
পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, সহস্রনামকথনে শ্রীশিবং প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের এই মহাবাক্যগুলির ফলিতার্থ এই যে, প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ় নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব্ববেদময় শব্দব্রহ্ম। প্র+নু (স্তুতিকরা)+অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে প্রণবই মহাবাক্য সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্যবিশেষ। মায়াবাদ রচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্বামী প্রণবের মহাবাক্যত্তাকে আচ্ছাদিত করিয়া (ক) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম) (খ) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম) (গ) তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি) (ঘ) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই দুই নাই) এই চারিটি প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তিপ্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কয়েকটি বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবল-অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীবের মায়ানির্ম্মিত সত্ত্বা ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয়ে মাত্র, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ বা মায়াবিচ্ছেদই জীবের মুক্তি এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষবাদ সর্ব্বাঙ্গ বিচার ইহাতে নাই। এই জন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্যস্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন কচরয়াছেন। তাহাতেও বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধজ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীমন্নিম্বাদিত্য স্বামী ও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত মতে একটু

অচিন্ত্যভেদাভেদ বা শক্তিপরিণামবাদই ব্রহ্মসূত্রের মত

অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন উদ্দেশে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন, একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য; তাহাতে যে অর্থ তাহা উপনিষৎ গুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষা শ্রীমদ্‌-ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। "পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী" হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্ব্ব-শাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তির নিত্যতা না মানিলে পরিণামবাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত্ত-বিকারাদি মহাদোষ হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্যস্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্মবিকারী নহেন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফল এই জড়জগৎ ও জৈবজগৎ। মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইয়াও মণি অবিকৃত থাকে,—প্রভু যে এই উদাহরণ দিয়াছেন, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তিপরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অনুপরিমাণে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড়জগৎ

ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ। জড়জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবনকেই বুঝিতে হইবে। বেদান্ত সূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, তেজ, বায়ু, সলিল ও পৃথ্বী এই সকলের ক্রমপরিণাম-বিকাশই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পোষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় না, কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ এরূপ প্রতীত হইতে থাকে ১। শুদ্ধ পরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় জৈবজগৎ ও জড়জগৎ হইয়াছে সত্য। সৃষ্টি কল্পিত নয়। তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। চিন্ময়স্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টি করিতে জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণশক্তি পরিসেবিত স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণরূপে নিত্য পৃথক বিরাজ করেন ২। যাঁহারা এই অপূর্ব্বতত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ। ইহাই কৃষ্ণ ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পান্থসম্বন্ধমাত্র। যুক্তবৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্ব্যবহারকার্য্য। এইপ্রকার নিত্যানিত্য সম্বন্ধবুদ্ধি যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের উচিত ক্রিয়ার উদয় হয় না।

এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

১ শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌॥
ভাঃ ১০।১৪।৪

২ যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্‌॥ ভাঃ ২।৯।৩৪

সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বকে "অচিন্ত্য" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি অচিন্ত্যভাব তর্কাতীত বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষ নয়। অবিচিন্ত্য-শক্তি ভগবানের পক্ষে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব ১। অচিন্ত্যভাবে তর্ক যোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না ২। একথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা নাই।

———

১ যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ভাঃ ২।৯।৩১

২ অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥
"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইত্যাদি বেদবাক্যানি ॥"

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——ঃঃ(*)ঃঃ——

প্রথম বৃষ্টি— ষষ্ঠ ধারা

সাধন নির্ণয়

সাতটী প্রমেয় বিচারে সম্বন্ধতত্ত্ব নির্ণীত হইল। সেই সম্বন্ধতত্ত্ব-জ্ঞানে জানা গেল যে, জীব নিজ-নিত্য-কৃষ্ণসম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া ত্রিতাপ জ্বলিত সংসার সাগরে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। সেই কষ্ট কিসে নিবৃত্ত হয়, এই কথার বিচার হওয়ায় জানা গেল, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ পুনঃ-বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলে সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে ও পরমানন্দ লাভ হইবে। জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু। জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই। কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তভ্রমে এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এবং শুক্তিতে রজত জ্ঞান—এই দুইটী বিবর্ত্তের বৈদিক উদাহরণ। এই দুই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তা সম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গদেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান। পরিণাম ও বিবর্ত্তে ভেদ এই ঃ—বস্তু যখন অন্যপ্রকার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিকার ১ বা পরিণাম বলে। অম্ল যোগে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া

---

১ অতত্ত্বতোঽন্যথাবুদ্ধির্বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
সতত্ত্বতোন্যথাবুদ্ধির্বিকার ইতি শব্দ্যতে॥
কশ্চিৎমায়াবাদাচার্য্যঃ।

দধি হয়, ইহা পরিণাম। যখন বস্তু নাই, অথচ সে স্থলে অন্য বস্তুতে অন্যথা বুদ্ধি হয়, তখনই তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা সর্পরূপ বস্তু নাই রজ্জুতে মিথ্যা সর্পভ্রম হইতেছে। রজত তথায় নাই অথচ শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। এই দুই স্থলে "অতত্ত্বতো অন্যথা বুদ্ধিরূপ" বিবর্ত্তভ্রম। জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তু। তিনি বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ হন না, কেবল বিবর্ত্তবুদ্ধি যখন প্রবল হইয়া আত্মাকে দেহের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতিপন্ন করে, তখনই বিবর্ত্তভ্রম হয় ১। বদ্ধজীবের এই দুর্দ্দশা ঘটায়, বিবর্ত্তের স্থল লক্ষিত হয়। এই বিবর্ত্তবুদ্ধি কখন দূর হইবে? যখন সদ্‌গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিয়া, আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান দৃঢ় হইবে, তখনই ঐ বিবর্ত্ত-বুদ্ধি আর থাকিবে না ২ সুতরাং মোক্ষাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি করিলে বিবর্ত্তবুদ্ধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে। মোক্ষাভিসন্ধিতে স্বধর্ম্মের সাধন হয় না, কেবল ব্যতিরেক অনুশীলন হইয়া থাকে ৩। অতএব ভক্তিই সাধন। অর্ব্বাচীন

---

১ স এব যর্হিপ্রকৃতেগুর্ণৈর্ব্বাভিবসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে।
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥

ভাঃ ৩।২৭।১-২

২ এবং গুরূপাসনৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সম্পাদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্॥

ভাঃ ১১।২২।২৩

৩ যস্তু আশিষা আশাস্তে ন স ভৃত্যা স বৈ বণিক্॥ ৭।১০।৪

ভক্তিই অভিধেয় লোকেরা ভক্তিকে দূরে রাখিয়া হয় কর্ম্ম নয় জ্ঞানকে সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন ১। জ্ঞান ও কর্ম্ম কথঞ্চিৎ গৌণরূপে সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই তাহারা মুখ্য সাধন হইতে পারে না ২। সনাতন শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান ॥"
সেইসব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল ॥
কেবলজ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥
জীব কৃষ্ণ নিত্যদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে ॥

---

১ নালং দ্বিজত্বং দেবত্বং ঋষিত্বং বা সুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ভাঃ ৭।৭।৪৩ ৪৪

২ দানব্রততপো হোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণেভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ১০।৪।২১

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" ১

প্রভু বলেন যে, কর্ম্ম ও অষ্টাঙ্গ যোগ ও জ্ঞান এই সকলকে সাধন ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞান নিষ্ফল বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং খণ্ডবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে মুখ্য অভিধেয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মনুষ্যগণ অধিকার ভেদে বহুবিধ এবং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অধিকারস্থিত ব্যক্তি তৎপরস্থিত স্থান পাইবার জন্য যে সাধন গৌণমাত্র, মুখ্যসাধন বা অভিধেয় নয়। সেই সব সাধনের ফল কেবল একটী সোপান আরোহণ মাত্র। সুতরাং বৃহত্তত্ত্বে তাহার ফল অবান্তর ও তুচ্ছ। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এবং তত্তৎ-পন্থার অবান্তর প্রকার সমূহের ভক্তি-উদ্দেশ না থাকিলে কোনপ্রকার ফল দিবার শক্তিমাত্র নাই। ২ কৃষ্ণভক্তির চরম উদ্দেশ থাকিলে তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণফল প্রদান করে। কেবল-জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ভক্তির উদ্দেশে যে সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহার প্রাথমিক ফলই মুক্তি। ভক্তিই সে মুক্তিতে স্বীয় অনায়াস অবান্তর ক্ষুদ্র ফল বলিয়া দিয়া থাকেন। কর্ম্মসম্বন্ধে কথা এই যে, চারিবর্ণ ও চারিটী আশ্রম উপযোগী যে সকল

---

১ মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ভাঃ ১১।৫।২-৩

২ ষড়্বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বাঃ নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগ্য ন বহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ। ভাঃ ।১৫ ২২

কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ইহাকে ত্রৈবর্ণিক ধর্ম্ম বলা যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টিতে এই ত্রৈবর্ণিক ধর্ম্মের বিবৃতি পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ এই, দেহযাত্রা, সংসারযাত্রা ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে করিতে প্রবৃত্ত পুরুষগণ মুখ্য বৈধসাধনে বলপ্রাপ্ত হন। অতএব কৃষ্ণভক্তির উপযোগী করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অতিপ্রবৃত্ত পুরুষগণ অধিকারী। কিন্তু ভক্তি উদ্দেশ না করিয়া যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহারা স্বধর্ম্ম সাধন করিয়াও নরকগামী হন।

এই গ্রন্থের তৃতীয়বৃষ্টিতে সাধনভক্তির বিবৃতি আছে। বৈধসাধন-ভক্তি শুদ্ধভক্তি হইলে প্রেম সাধনের যোগ্য।

ঈশ্বরের প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহা জীবের স্বাভাবিক নিত্যধর্ম্ম প্রেম নিত্যসিদ্ধ তাহাই বাস্তবিক সাধ্যবস্তু। এস্থলে একটী এই বিতর্ক হয় যে, সাধ্যবস্তু নিত্যসিদ্ধ, তবে কিরূপে সাধ্য হইতে পারে? প্রভু এ সম্বন্ধে এই কথাটী বলিয়াছেন—

"এবে সাধন ভক্তিলক্ষণ শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমই সিদ্ধবস্তু। জীবের মায়া-মোহিত দশায় সেই প্রেম তটস্থ লক্ষণে পাওয়া যায়। স্বরূপলক্ষণে উদয় হয় না। কৃষ্ণ নাম, গুণ, রূপ, লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ইত্যাদি

কৃষ্ণপ্রেম অপ্রকাশ কার্য্যই সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ২। সেই সাধন করিতে করিতে লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় প্রেম প্রথমে তটস্থরূপে উদিত হয় এবং লিঙ্গশরীরভঙ্গে অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধির সময় স্বরূপলক্ষণে প্রকাশ পায়। অতএব কৃষ্ণপ্রেম সিদ্ধবস্তু, তাহা সাধন দ্বারা জন্মে না, কেবল শ্রবণাদি দ্বারা শুদ্ধচিত্তে উদয় হইয়া পড়ে। ইহাতেই সাধনের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে।

সেই সাধনভক্তি দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা সাধনভক্তি। প্রভু বলিয়াছেন,—

"এই ত সাধন ভক্তি, দুই ত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীনজন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

কৃষ্ণেতর বিষয়ে বদ্ধজীবের যখন বড় অনুরাগ, তখন তাহার কৃষ্ণের প্রতি রাগ না থাকা প্রায় বলিয়া বোধ হয়। তখন মঙ্গলপ্রার্থী জীব কেবল শাস্ত্রের আজ্ঞায় কৃষ্ণভজন করেন। এই ভজনই বৈধ ভজন। শাস্ত্রের শাসনবাক্যকে বিধি মনে করিয়া যে সকল নিষেধবিধি দৃষ্টি বৈধী ভক্তি করিয়া কার্য্য করেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাথমিক শুভ উদয় হয়। এস্থলে শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাই ইহার প্রবর্ত্তক। সেই শ্রদ্ধা প্রথমে কোমল, পরে মধ্যম এবং চরমে উত্তম হইয়া ফলসিদ্ধি করায়।

---

২ শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা॥
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ভাঃ ৭।৫।১৮-১৯

যখন উত্তম হইয়া ঐ শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গে ভজন দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা লাভ করে, তখন বিধিও একটী চমৎকার আকার ধারণ করে। তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে, কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বদা স্মর্ত্তব্য এবং কখনই তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নয়, সকল বিধিনিষেধই এই দুইটী মূলবিধিনিষেধের কিঙ্কর ১। সে সময় ভক্তিসাধনে সাধক, বিধিনিষেধের নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অধিকারানুসারে কোন কোন বিধি পরিত্যাগ ও কোন কোন নিষেধকে গ্রহণ করিতে থাকেন ২।

সাধনভক্তির বিবৃতি প্রভুবাক্যে পাওয়া যায় যথা ঃ—

"বিধিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপাদাশ্রয়১ দীক্ষা২ সেবন৩।
সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা৪ সাধুমার্গানুগমন৫॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ৬ কৃষ্ণতীর্থে বাস৭।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ৮ একাদশ্যুপবাস৯॥
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্রবৈষ্ণবপূজন১০।
সেবানামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন১১॥
অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ১২ বহু শিষ্য না করিব১৩।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাসব্যাখ্যান বর্জ্জিব১৪॥

---

১ স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ॥
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

২ স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যাশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ॥
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়া॥ ভাঃ ১১।২০।২৬

চৌষট্টি সাধন ভক্ত্যঙ্গ

হানিলাভসম১৫ শোকাদির বশ না হইব১৬ ।
অন্যদেবে অন্য শাস্ত্রে নিন্দা না করিব১৭ ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা১৮ গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব১৯ ।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব২০ ॥
শ্রবণ২১ কীর্ত্তন২২ স্মরণ২৩ পূজন২৪ বন্দন২৫ ।
পরিচর্য্যা২৬ দাস্য২৭ সখ্য২৮ আত্মনিবেদন২৯ ॥
অগ্রে নৃত্য৩০ গীত৩১ বিজ্ঞপ্তি৩২ দণ্ডবন্নতি৩৩ ।
অভ্যুত্থান৩৪ অনুব্রজ্যা৩৫ তীর্থগৃহে গতি৩৬ ॥
পরিক্রমা৩৭ স্তব৩৮ পাঠ৩৯ জপ৪০ সঙ্কীর্ত্তন৪১ ।
ধূপ৪২ মালা৪৩ গন্ধ৪৪ মহাপ্রসাদভোজন৪৫ ॥
আরাত্রিক৪৬ মহোৎসব৪৭ শ্রীমূর্ত্তিদর্শন৪৮ ।
নিজপ্রিয়দান৪৯ ধ্যান৫০ তদীয় সেবন৫১ ॥
তদীয়৫২ (১) তুলসী৫৩ বৈষ্ণব৫৪ মথুরা৫৫ ভাগবত৫৬ ।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা৫৭ তৎকৃপাবলোকন৫৮ ।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ৫৯, ৬০ ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি৬১ কার্ত্তিকাদি ব্রত৬২, ৬৩, ৬৪ ।
(২) চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥

---

১ লীলার উপকরণমাত্রই তদীয় যথা—বৃন্দাবনে যাবতীয় উদ্দীপক ও সঙ্গী এবং নবদ্বীপের খোল করতালাদি উপকরণ তৎসম্মান ও আদর ।

২ কার্ত্তিক ১, মাঘস্নান ২, বৈশাখকৃত্য ৩ ।

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।"

এই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে প্রধান সাধনাঙ্গ শ্রবণাদি নয়টী, আর সমস্ত তাহার অনুসঙ্গ। প্রথম দশটি অঙ্গ প্রবেশদ্বারস্বরূপ। তাহার পর দশটী অঙ্গ ভক্তিপ্রতিকুল নিষেধ ও অনুকূল গ্রহণ। তন্মধ্যে ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্র ইত্যাদির কার্যগুলি সমার্জনিষ্ঠ কর্ত্তব্যবিশেষ।

শ্রেণী বিভাগ

তাহারাও ভক্তির প্রথমে অনুকূল হয়। যত সাধন পরিপক্ক হয়, ততই চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষ পাঁচটী অঙ্গ মাত্র বিশেষ পালনীয় হইতে থাকে।

সাধনপর্ব্বের একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতরবৈরাগ্য ইহারা তিনজনেই সমমানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে স্থলে

সাধনের রহস্য

তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেস্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে ১। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথপতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।

প্রভু বলিয়াছেন যে ঃ—

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥"

একাঙ্গ সাধকদিগের মধ্যে প্রভু, পরীক্ষিৎ (শ্রবণ) শুক (কীর্ত্তন)

---

১ ভক্তিঃ পরেশানুভবোঃ বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টি পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥
ভাঃ ১১।২।৪০

একাঙ্গ ও বহু অঙ্গ সাধক

প্রহ্লাদ (স্মরণ) লক্ষ্মী (পাদসেবন) পৃথু (অর্চ্চন) অক্রূর (বন্দন) হনুমান্ (দাস্য) অর্জ্জুন (সখ্য) বলি (আত্মনিবেদন) প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছেন। বহু অঙ্গ সাধনে অম্বরীষ রাজার উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

পারমহংস্য অবৈধ নহে

সাধনকালে যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাম আছে, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা থাকে। কাম ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিধিমতে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হন ১।

"কাম ত্যজি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥"

নিষ্কাম সাধন উপস্থিত হইলে বিধিধর্ম্ম ছাড়িয়া যায়। তথাপি নিষিদ্ধাচারে মতি হয় না। শুদ্ধসাধন ভক্তের পাপাচরণ সম্ভব নয়। যদি অকস্মাৎ অজ্ঞানে পাপকৃত হয়, তথাপি কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হয় না ২।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির সোপান নহে

কেহ কেহ মনে করেন, প্রথমে জ্ঞান ও বৈরাগ্য করিয়া ভক্তির উন্নতি সাধন করা উচিত। একথা ভ্রম। প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন যথাঃ—

"জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ॥"

---

১ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥

২ স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥
ভাঃ ১১।৫।৩৮

ভক্তি একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি। জ্ঞান বৈরাগ্যাদির প্রায়ই ভক্তিদেবীর দাসরূপে দূরে দূরে ক্রিয়া ১। অহিংসা, যম, নিয়মাদি ধর্ম্ম, ভক্তির স্বাভাবিক সঙ্গী। তাহাদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রয়াসের প্রয়োজন নাই। তবে প্রভু কহিলেন :—

"বৈধী ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥

রাগানুগা ভক্তি

ইষ্টে-গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্ট-আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অভ্যন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধকদেহে করি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেতে লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

---

১ তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ ভাঃ ১১।২০।৩১

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরে রতিভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান্॥
এইত কহিল অভিধেয়ের বিবরণ।"

বৈধী সাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তির পার্থক্য দেখাইয়া প্রভু অভিধেয় সাধনতত্ত্ব শেষ করিয়াছেন। চতুর্থ বৃষ্টিতে রাগানুগা তত্ত্বের বিচার পরিষ্কৃত হইয়াছে।

অপক্কসিদ্ধান্ত কতিপয় ব্যক্তির বিবেচনায় ভক্তিসাধনের আবশ্যকতা ক্রমপথই মঙ্গলপ্রদ নাই। হয় বর্ণাশ্রমধর্ম্মজীবন বা একেবারে প্রেমভক্তির কৃত্রিম লক্ষণই তাঁহাদের ভাল লাগে। আমরা ভক্তির উপদেশে দেখিতেছি, ক্রমসোপানই ভাল ও নিশ্চয় অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্মজীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে। ১ অধিকার উন্নতির স্থলে কিছু কিছু আকারের অবশ্য পরিবর্ত্তন হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, এই ক্রম অবলম্বন করিলে মনুষ্যজীবনে অবনতিই হয়। কৃষক, সদাগর, রাজকর্ম্মচারী, কায়স্থ, এবং ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ইহারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া শেষে ব্রাহ্মণত্ব ও চরমে সন্ন্যাসের সহিত ব্রহ্মত্ব পাইয়া থাকেন, এটা কেবল আত্মবঞ্চনামাত্র ২। ঐ সকল

---

১ সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
ভাঃ ৩।২৫।২৫

২ মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ভাঃ ৭।৫।৩০

কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে

ধর্ম্মজীবন কেবল পার্থিব উন্নতির কল্পনা করে, প্রতিজ্ঞা করিয়াও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে পারে না। ঐ সমস্ত পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করিয়া পারমার্থিক জীবন সহজে লাভ করার ব্যবস্থা—শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ।

সাধক ভক্তিতেই আত্মধর্ম্মের প্রকাশ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মপালনে দেহযাত্রানির্ব্বাহ। যোগাদিতে মনের উন্নতি সাধনপন্থা। কিন্তু সাধনভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ, সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অচ্যুত মানবজীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধৃগণের মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে বুদ্ধিমান—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন ১।

———

১ যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥ ভাঃ ৪।২৯।৪৩

যো বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থো জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তো যাবদর্থাশ্চ লোকে॥
ভাঃ ৫।৫।৩

———

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——ঃঃ(*)ঃঃ——

প্রথম বৃষ্টি— সপ্তম ধারা

প্রয়োজনতত্ত্ব

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সনাতনকে কহিতেছেন ঃ—

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি রসের সেই স্থায়ী ভাব নাম॥"

প্রভুবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি প্রথমে সাধনাবস্থায় ভক্তি নামে অভিহিত হন, পরে সাধনের ফল উদয়কালে সেই ভক্তিই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত সাধন-ভক্তির প্রকার হন এবং ভক্তিই চরমে প্রেমরূপে উদিত হন। সাধনভক্তির অবধি ভাব রতি বা প্রীত্যঙ্কুর। ১ বৈধী ও রাগানুগা সাধনের ধর্ম্মভেদ এই যে, বৈধী কিছু বিলম্বে ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। রাগানুগা ভক্তি অতি স্বল্পেই ভাবাবস্থা পাইয়া থাকেন। ২ শ্রদ্ধা

---

১ পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ॥
স্মরতঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

ভাঃ ১১।৩।৩১-৩২

২ শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥

ভাঃ ৬।৩।৩২

রাগানুগা ভক্তদিগের হৃদয়নিষ্ঠাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রুচিরূপে উদয় হয়। সুতরাং ভাব হইতে তাহাতে বিলম্ব হয় না। ১

সাধকের হৃদয়ে যে সময়ে ভাবের উদয় হয়, তখনই নিম্নলিখিত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু বলিলেন ঃ—

"এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়। ২
প্রাকৃত ক্ষোভেও তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥
ভাবলক্ষণ — কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥"

পঞ্চম বৃষ্টি আলোচনা করিলে প্রভুর এই সকল উপদেশের বিশেষ

---

১ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥
যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যা স্বাধ্যায় সন্ন্যাসৌ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি ॥

ভাঃ ১১।১২।১৭-১৮

২ ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ হসন্তি নিন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নিবৃ্তা ॥

ভাঃ ১১।৩।৩৩

প্রেমলক্ষণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। প্রেমলক্ষণ অত্যন্ত দুরূহ। অতএব তৎসম্বন্ধে প্রভুবাক্য এই যে ঃ—

"কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
"কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥"

প্রেম, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভেদে পঞ্চবিধ। মধুর প্রেম ও মধুর রস সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মধুর রসে কৃষ্ণমাধুর্য্য পরম সীমা লাভ করিয়াছে।১ মধুর রসস্থিত ভক্ত প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন।২ চতুঃষষ্টিগুণ কৃষ্ণে সম্পূর্ণ ব্রজমধুররসে লক্ষিত হয়। ব্রজভক্তেও প্রেমের বিষয় ও তদ্রূপ অনন্ত মাধুর্য্য উদিত হইয়া পড়ে। আশ্রয় গুণ বর্ণন ভক্তগণচূড়ামণি শ্রীমতী রাধিকা সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন ঃ—

"অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকা পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥"

---

১ নৃণাং হি শ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

ভাঃ ১০।২৯।১১-১২

২ ময়ি নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

ভাঃ ৯।৪।৪৮

যাঁহারা পরম ভাগ্যবলে মধুর রসের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল মধুররস অস্বাদ্য, তাঁহারাই এই রসের আস্বাদন পান। ১ বিচার বিচার্য্য নহে দ্বারা ইহা কাহাকেও বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব প্রভু বলিলেন যে :—

"এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥"

এই সমস্ত প্রভু সনাতনকে উপদেশ দিয়া অবশেষে প্রেমপ্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্কবৈরাগ্যত্যাগ, তৎপ্রাপ্তির অনুকূল যুক্ত বৈরাগ্যের স্থিতি শিক্ষা দিয়াছেন যথা :—

"যুক্তবৈরাগ্যস্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্যজ্ঞান সব নিষেধিল ॥"

যুক্ত ও যুক্তির অনুকূল বেদবাক্যের লক্ষণ দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তি মনে স্থির করেন যে, আমি ব্রহ্ম বটে, কিন্তু প্রপঞ্চজড়িত হইয়া ব্রহ্মানুভব হইতে দূরে পড়িয়াছি। প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? ফল্গু বৈরাগ্য মানবদেহটা ত প্রপঞ্চ, গৃহ প্রপঞ্চ, স্ত্রীপুত্র প্রপঞ্চ, আহারাদি প্রপঞ্চ, সকলেই প্রপঞ্চ। কি করিয়া এই প্রাপঞ্চিক উৎপাত হইতে উদ্ধার হই। এই ভাবনায় ব্যস্ত হইয়া দেহকে বিভূতি ইত্যাদি মাখাইয়া কৌপীনাদি দ্বারা আচ্ছাদন করেন। শুষ্ক দ্রব্যাদি খাইয়া স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে মুমুক্ষু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক বনে বিচরণ করেন বা মঠে বাস করেন। তাহা

---

১ স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৯

করিয়া কি লাভ হইবে, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া যে হরিসম্বন্ধ দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া শুষ্কজ্ঞানমাত্র ভাবনা করিতে থাকেন। পাপও গেল পুণ্যও গেল, আমি ও আমার সকলই গেল বটে, কিন্তু কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলেন না। বেদান্তের অধিকরণের সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। মৃত্যু হইল, তাঁহার মতের আর দুই চারিজন আসিয়া তাঁহার মস্তকে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে ভূমিতে রাখিলেন। কি হইল? হরি ত মিলিলেন না। তাঁহার ব্রহ্ম হওয়া সেই পর্য্যন্ত। তাহা না করিয়া যদি তিনি দেহে, গেহে, ভোজনে, শয়নে, কালে, দিক্‌সমূহে হরিসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার অনুশীলন করিয়া ক্রমশঃ ভক্তিবৃদ্ধি করিতেন, তবে চরমফল যে প্রেম, তাহা অবশ্য লাভ করিতেন। ১ এইরূপ বৈরাগ্যের নাম ফল্গুবৈরাগ্য। প্রভু তাহা নিষেধ করিয়া সনাতনকে যুক্তবৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং দাস গোস্বামীকেও সেই শিক্ষা দিয়াছেন যথা :—

'স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥

---

১ জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতে মাং সকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

ভাঃ ১১।২০।২৭-৩০

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৩৭-২৩৯

স্বচ্ছন্দে দিনযাপনমানসে গৃহে স্ত্রীপুত্রের সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া অন্তরনিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে পারিলে পরে প্রপঞ্চ খসিয়া পড়ে। আত্মা ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া ভগবৎসম্বন্ধে স্থিত হন।১ নতুবা মুমুক্ষু হইয়া ক্রমত্যাগ করিলে মর্কট বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে। যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর, যুক্ত বৈরাগ্য এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ সমাজ সকলই যুক্তবৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে সব লাভ হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোক ব্যবহার মাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপটভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরেই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।

---

১ ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্প্যতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহকর্ম্মভিঃ ॥ ভাঃ ১।২।৯-১০

সরল ভক্তজীবনে কেবল কৃষ্ণনামাশ্রয় সর্ব্বোত্তম সাধন। ১ প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন ঃ—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০ ৭১

আবার বলিয়াছেন ঃ—

"কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। ২
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৫-৬৮

প্রভুর বাক্যগুলির নির্গলিতার্থ এই যে, যদি ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়, তবে সৎসঙ্গে হরিনাম গ্রহণ কর। কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় চিত্তকে চঞ্চল

---

১ এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ভাঃ ২।১।১১

২ ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতম্ ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

ভাঃ ১০।২০।২২

করিবে না। সংখ্যাবিধিক্রমে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করিবার যত্ন কর। দেহ, গেহ ও সমাজকে নামানুশীলনের অনুকূল করিয়া সেই সেই পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণে যতটা প্রয়াস প্রয়োজন হয়, তাহা নিষ্কপটে কৃষ্ণার্পণ করিয়া করিবে। আর কোন বিষয়ে প্রয়াস বর্ণাশ্রমে হরিভজন প্রণালী এবং এই এই বিষয়েও অতি প্রয়াস করিবে না। ইন্দ্রিয়প্রিয় বস্তু আহার করিবে না বা অন্য বিষয়ে ব্যবহার করিবে না। জীবের শুদ্ধজ্ঞান এবং অনুকূল রাগাদি ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় যাহাতে নাশ বা বিকৃত না হয়, এরূপ প্রাণবৃত্তিরূপ পরিমিত সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহরক্ষা কর। ১ অধিক ওপ্রয়াস কষ্টসাধ্য না হয়, এরূপ নির্জ্জন আবাস স্বীকার কর। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল না হয়, এরূপ একটী সমাজে থাকিয়া তদুন্নতির যত্ন কর। এই সমস্ত করিবার তাৎপর্য্য এই যে, নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জ্জনে দৃঢ় যত্নের সহিত ভজন করিবে ২। যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গিসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন কর।

---

১ প্রাণবৃত্ত্যা তু সন্তুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নামকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥ ভাঃ ১১।৭।৩২
পথ্যং পূতমনায়াস্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাহশুচিঃ॥
বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ ভাঃ ১১।২৫।২৪
২ ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশ লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম॥ ভাঃ ৫।২৯।২৫

অভক্তসঙ্গ না হয়, এরূপ বিশেষ সতর্ক হও ১। পরচর্চ্চা পরিত্যাগ কর। নিজে আপনাকে নিষ্কপটে অতিশয় দীন বলিয়া জান। তিতিক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে সকল বিষয় সহ্য করিয়া জগতের যথার্থ উপকার কর। নিজের বর্ণ, ধন, জন, রূপ বল, পার্থিব বিষয়, পদ ইত্যাদির কোন অভিমান রাখিবে না। সকল ব্যক্তিকেই যথাযোগ্য সম্মান কর ৩। এইপ্রকার জীবনে নিরন্তর ভাবপূর্ণ হরিনাম কর। ইহাতেই কৃষ্ণকৃপা হইতে বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সমুদয় তোমার কিঙ্করস্বরূপ কার্য্য করিবে ৩। কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করতঃ তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন ৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষিত ধর্ম্মে দুইটীমাত্র কথা অর্থাৎ "নামে

---

১ নহ্যন্যো জুষতা জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরা মৃত্যুনশ্বরম্॥ ভাঃ ১০।১০।৬-৭

২ তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা॥
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ শ্রীশিক্ষাষ্টকম্॥

৩ ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃতম্॥

৪ শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্॥ ভাঃ ১২।১৭

রুচি ও জীবে দয়া।” এই ধর্ম্মে যাঁহার যে পরিমাণে থাকে, তিনি ততই বৈষ্ণব ১। অন্য সদ্‌গুণ লাভের চেষ্টায় প্রয়োজন নাই। ভক্ত-জনের সকল গুণই আপনি উদয় হয় ২। ভক্তগণ স্বভাবত শ্রেয়ঃ আচরণে সর্ব্বদা আনন্দলাভ করেন ৩। কৃষ্ণদাস হইলে আর জীবের কোন দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না ৪। গুরু ও আত্মীয়বর্গ কোন্‌ সময়ে সঙ্গযোগ্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক ৫।

---

১ সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্‌॥ ভাঃ

২ যস্যাস্তিভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥
ভাঃ ৫।১৮।১২

৩ এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহদেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচারং সদা॥ ভাঃ ১০।২২।২৪

৪ তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্‌।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥
ভাঃ ১০।১৪।৩৪

৫ গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স
স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ॥
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্‌ যঃ
সমুপেতমৃত্যুম্‌॥ ভাঃ ৫।৫।১৮

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্‌ হরিসংশ্রয়ম্‌॥
ভাঃ ৩।২২।২৪

ভাবুক ভক্তের জীবন অতিশয় পবিত্র। তাহাদের রুচি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ১।

সাধ্য সাধন তত্ত্ব এই সমস্ত শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন (যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে) ঃ—

"হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে বলিল।
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ॥"

এই উপদেশে গূঢ়রূপে প্রভু দাসগোস্বামীকে অষ্টকাল-ভজন প্রণালী বলিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র শ্রীস্বরূপের নিকট হইতে প্রাপ্ত সবিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইবে। ভক্তগণ তদ্‌গ্রহণের অধিকারী হইতে যত্ন করুন।

---

১ অর্থেন্দ্রিয়ারাম স গোষ্ঠ্যতৃষ্ণা তৎ সম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মান বিনা হরিগুণ-পীযূষপানাৎ

ভাঃ ৪।২২।২১

ভাবভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বৈধ ভক্তির যে উত্তম ও একান্ত ভাবে অনুশীলন বুদ্ধি, আবার প্রেমভক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ভাবভক্তির নির্ব্বন্ধিনী মতি নির্ব্বন্ধিত-অনুশীলন বুদ্ধিকে নির্ব্বন্ধিনী মতি বলা যায়। সেই নির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে ভক্তিসিদ্ধি অতি শীঘ্র ঘটে। ইহারই অপর নাম উপযুক্ত যত্নাগ্রহ। ২ সাধকগণ প্রথমেই নির্ব্বন্ধিনী মতির আশ্রয় করিবেন। মক্লাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে উদাসীন হইবেন না।

———

২ সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থসিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

——::(*)::——

উপসংহার

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বিচারগ্রন্থ বলিয়া জানিবেন। ইহাকে আস্বাদনগ্রন্থ বলিয়া মনে করিবেন না। আস্বাদনগ্রন্থ হইলে ইহাতে সর্ব্বরসোৎকৃষ্ট মধুররসের শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন লিখিত হইত। লীলারসাস্বাদন বহুল গ্রন্থে লিখিত আছে ১। অধিকন্তু সে সমুদায় তত্ত্ব কেবল আস্বাদনের বিষয় বলিয়া এই গ্রন্থখানি কেবল বিশুদ্ধ বিচারপরায়ণ ২।

---

১ শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ; শ্রীজয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ ; শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত ; শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীললিতমাধব ও শ্রীবিদগ্ধমাধব।

২ বিচারগ্রন্থ আলোচনার আশ্চর্য্য ফল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যথা :—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি এক মন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

(চৈঃ চঃ আদি ২য়)

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হইতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ)

বিচারের পঞ্চবিধ অবয়ব

পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিচারের পাঁচটী অবয়ব ৩ থাকে যথা—১। বিষয় ২। সংশয় ৩। সঙ্গতি ৪। পূর্ব্বপক্ষ ৫। সিদ্ধান্ত। আমাদের বিচারের বিষয় কি? এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। আমরা উত্তর করি যে, জীবের জীবনই এই বিচারের বিষয়। সংশয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জীবন কি ও উহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের সঙ্গতি এই যে জীবের জীবন দ্বিবিধ। ১। শুদ্ধ জীবন ২। বদ্ধ জীবন। শুদ্ধজীবন শুদ্ধচিদ্ধামে আছে, তাহা নিত্য পবিত্র ও আনন্দময়। তাহাতে অভাব, শোক, ভয় ও মৃত্যু নাই। বদ্ধজীবন এই জড়জগতে বর্ত্তমান; তাহাও দুইপ্রকার ১। বহির্ম্মুখ ২। অন্তর্ম্মুখ। বহির্ম্মুখ জীবন চিদ্ধামকে লক্ষ্য করে না, তাহার প্রতি সাম্মুখ্য নাই। অন্তর্ম্মুখ জীবন বহির্ম্মুখ জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াও চিদ্ধামের প্রতি সাম্মুখ্যের আদর করে, ও তাহাকেই মুখ্যরূপে সন্ধান করে। বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবন চারিপ্রকার যথা ঃ—

চতুর্ব্বিধ বদ্ধজীবন

১। নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন।
২। নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন
৩। নৈতিক সেশ্বর বদ্ধজীবন।
৪। নির্ব্বিশেষ-চিন্তা বিকৃত জীবন।

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন দুইপ্রকার। ১। নরেতর জীবন ২। নরজীবন। পশুপক্ষী ইত্যাদির জীবন নরেতর জীবন। সে জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্তপ্রায় থাকে। নীতিবুদ্ধিরহিত নরজীবন পুনরায়

---

৩ খলু বিষয়সংশয়পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তসঙ্গতিভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়াঙ্গানি। (বেদান্ত ভাষ্যকার)

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন

দুইপ্রকারে বিভক্ত। আদৌ অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় মানবের আদিম বন্যলক্ষণ জীবন। বন্যলক্ষণ জীবনে পশুদের ন্যায় মানবের ইচ্ছামত ক্রিয়া। ভয় ও আশা দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি চাকচিক্য বিশিষ্ট জড়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে করে। এই অবস্থায় নীতি নাই, বাস্তব ঈশ্বর নাই। জীবের সিদ্ধসত্তাগত ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় হইয়াও তাহার সত্তার পরিচয় দেয় এইমাত্র। যিনি দ্রব্য ও দ্রব্য-শক্তিজ্ঞান লাভ করতঃ যুক্তির চালনা দ্বারা অনেক পদার্থবিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিয়া ইন্দ্রিয়সুখের পরিচর্য্যা করেন, অথচ নীতি ও ঈশ্বরকে মানেন না, তিনি নীতিবুদ্ধি-রহিত নরজীবনের দ্বিতীয়ভাগে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর ও নীতির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য নাই।

নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন

শেষোক্ত জীবন, নীতির আদরযুক্ত হইলেই নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধজীবন হয়। তাহাই দ্বিতীয়প্রকার বদ্ধ-জীবন। শেষোক্ত জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাস সংযুক্ত হইলেই নৈতিক সেশ্বর বদ্ধজীবন হয়। এই জীবনে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নীতির অধীন থাকায় তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখতা দূর হয় না। ইহাই তৃতীয় প্রকার বদ্ধজীবন।

নির্ব্বিশেষচিন্তা-বিকৃত জীবন

যে স্থলে এই জীবনে অত্যন্ত নির্ব্বিশেষচিন্তা আসিয়া স্থল লাভ করে এবং তাহার অধীনে জীবনকে গ্রহণ করিয়া নীতির হাত হইতে ছাড়াইয়া লয় এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরবিশ্বাসকে কেবলাদ্বৈতবিশ্বাসে পরিণত করে, সেই স্থলে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত বহির্ম্মুখজীবন লক্ষিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবন।

পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প,
সাধনভক্ত জীবন নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ্বরভক্তির অধীন
করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন, বদ্ধ হইলেও
অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।

অশেষ জড়সম্বন্ধ বিনাশ পূর্ব্বক প্রোদ্দীপিত নির্ম্মল স্বধর্ম্মের
সহিত জীবের চিদ্রসে অবস্থিতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই
অন্তর্ম্মুখ জীবনের ফল।

আমাদের এই সঙ্গতি শ্রবণ করতঃ পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ বহির্ম্মুখ-বদ্ধ-
জীবন-স্থিত কুসংস্কারাপন্ন জীবগণ আপন আপন নিষ্ঠা হইতে একটি
একটি পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। আপন আপন কোষ্ঠে বসিয়া
তত্তদবস্থার যুক্তির সাহায্যে বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ বিচার করতঃ
একটি একটি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তগুলিই আমাদের
নিকট পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রসারিত হয়। ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে
জীবনস্থ হইয়া জীব পূর্ব্বপক্ষ করেন, সেই জীবনের অব্যবহিত উচ্চ-
জীবনস্থ জীবই সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরাশ পূর্ব্বক আপন সিদ্ধান্ত করিয়া
রাখিয়াছেন। সেইসব সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই নিম্নস্থ জীবনের সিদ্ধান্ত
নিরস্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিম্নে যে জীবন লক্ষিত হয়, সেই
জীবনস্থ সিদ্ধান্ত নিরসনই আমাদের নিজ কার্য্য। আমরা সেইরূপ
কার্য্য করিব। আমাদের গ্রন্থমধ্যে স্থলে স্থলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত
প্রদর্শিত হইয়াছে। সহজ করিবার জন্য সংক্ষেপে তাহাদের পুনরালোচনা
করিব।

নীতিশূন্য বহির্ম্মুখ জীব এইরূপ যুক্তি করিয়া থাকেন। পরমাণু
সকলের সংযোগ-বিয়োগক্রমে এই বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতির অনাদি বিধি

অনুসারে, উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। আমরা

নীতিশূন্য নিরীশ্বরবাদী-দিগের যুক্তি

পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে উদ্ভুত। যদি পরমেশ্বর বলিয়া কোন প্রকাণ্ড চৈতন্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চৈতন্যের আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাতেও পরমেশ্বর-বিশ্বাস স্থিরতর থাকে না। জড় শরীরে যে জড়ময় মস্তিষ্ক আছে, তাহারই গঠনপ্রণালী হইতে বুদ্ধি উদিত হয়। সেই গঠন ভগ্ন হইলে আর বুদ্ধিরও অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা বলিয়া যাহাকে মনে করি, তাহা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। শরীর পতন হইলে অস্তিত্বের অভাব হইবে, অথবা মূলতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে। এই জীবনে অবস্থিত হইয়া মরণ পর্য্যন্ত যতদূর সুখ ভোগ করিতে পার তাহা কর। কেবল এই পর্য্যন্ত মনে রাখিবে যে, সুখভোগকার্য্যে যেন কোন ঐহিক ভাবী অসুখের উদয় না হয়। রাজদণ্ড, প্রাণদণ্ড, প্রাণবধ, পরের সহিত শত্রুতা, পীড়া, অযশ এই সকল ভাবী ঐহিক অসুখ। দৈহিক সুখই প্রয়োজন যেহেতু তদতিরিক্ত সুখ নাই। জীবনের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান, শিল্প ও কারুকার্য্য যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার, যুক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা কর। জীবনের বন্য অবস্থা দূর করতঃ পরিচ্ছদের, গার্হস্থ্য দ্রব্যসমূহের ও শরীরের চাকচিক্য ও বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি কর; সুখাদ্য, সুগন্ধদ্রব্য, সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র, সুদৃশ্য প্রতিকৃতি ও সুখস্পর্শ বিস্তরণ ইত্যাদি সৃজন করতঃ সুখভোগ কর। উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, নানাবিধ যানাদি নির্ম্মাণ করতঃ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কর ও ব্যবহার করিতে থাক। সভ্যতাই নরজীবনের পারিপাট্য। জীবনের উপকারের জন্য ইতিহাস সংগ্রহ কর। অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার কর,

সে সমুদায়কে প্রকৃতরূপে সংরক্ষণ কর। অলৌকিক ও অযুক্ত কিছুই বিশ্বাস করিও না। যেখানে সাধারণ সুখ ও নিজ সুখ পরস্পর বিরোধ করে, সেখানে সাধারণ সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজ সুখের উন্নতি কর। এই প্রকার প্রবল যুক্তিযুক্ত বাক্যসকল শুনিবামাত্র অসভ্য ও অপ্রাপ্ত-জ্ঞান বন্যজাতীয় মনুষ্যগণ আপনাদের পূর্ব্ব কার্য্যসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সূর্য্য-চন্দ্র বিশ্বাস, পশুবধ পূর্ব্বক জীবন-নির্ব্বাহ ও বনমধ্যে পশুদিগের ন্যায় কালযাপন প্রভৃতি কার্য্যসকল দূরীভূত হইয়া যায়। নীতিশূন্য যুক্তিবাদী বহির্ম্মুখ মনুষ্যগণ তাহাতে নিজ গৌরবের দ্বারা স্ফীত হইতে থাকেন। চার্ব্বাক, সরডেনেপ্লাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সুখবাদীদিগের জীবনই এই জীবনের উদাহরণ।

নৈতিক বহির্ম্মুখ জীব অধিকতর বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া নীতিশূন্য বহির্ম্মুখকে শীঘ্রই পরাজয় করেন। তিনি বলেন,—ভাই! তোমার সকল কথাই মানি, কেবল তোমার স্বেচ্ছাচারকে ভাল বলিয়া স্থির করি নৈতিক বহির্ম্মুখের যুক্তি না। তুমি জীবনের সুখ অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু নীতি ব্যতীত জীবনের সুখ কিরূপে হইবে? তোমার জীবনকেই কেবল জীবন বলিয়া মনে করিও না। সামাজিক জীবনকে জীবন বল। যে বিধি সামাজিক জীবনের সুখসমৃদ্ধি করিতে সমর্থ, তাহাই শ্রেয়ঃ ও তাহারই নাম নীতি। সেই নীতিক্রমে সুখভোগ করাই মানবের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা। যেখানে আপনার দুঃখ দ্বারা সমাজের সুখ হয়, সেখানে আপনার দুঃখ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত পুরুষের কর্ত্তব্য। ইহার নাম নিষ্কাম নীতি। ইহাই একমাত্র মানবধর্ম্ম। সামাজিক সুখসমষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেম, মৈত্রী কৃপা ইত্যাদি প্রধান প্রধান

ভাব সকলের অনুশীলন কর। তাহা হইলে হিংসা দ্বেষাদিদুষ্ট ভাবসকল আর মানবচিত্তকে দূষিত করিতে পারিবে না। বিশ্বপ্রেমই বিশ্বসুখ। তাহার সমৃদ্ধি করিবার কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন কর। এইটি পজিটিবিষ্ট (positivist) অর্থাৎ নিশ্চয়বাদী কম্‌টি ও মিল এবং সোসিয়ালিষ্ট (socialist) অর্থাৎ সমাজবাদী হারবার্টস্পেন্সর প্রভৃতি এবং সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও নাস্তিকদিগের নিগূঢ় মত।

কল্পিত সেশ্বরনৈতিকগণ উক্ত মতের সমস্ত কথাই স্বীকার করতঃ এইমাত্র বলেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাসও একটী প্রধান নীতি। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না কর, সে পর্য্যন্ত নীতি অসম্পূর্ণ থাকে। পরমেশ্বরের বিশ্বাস করার একটী নৈতিক উপকার স্পষ্ট প্রতীত হয়।

১। নীতিবুদ্ধি প্রবল হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকর্ষণ সময়ে সময়ে বৃহৎ নীতিজ্ঞদিগের পক্ষেও অধিক প্রবল হইয়া থাকে। যদি অলক্ষিত কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণের রূপে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সংযোগের বিশেষ যুক্তি সুবিধা হয়, তখন ঈশ্বরবিশ্বাসই একমাত্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কোন মনুষ্য যাহা দেখিতে সমর্থ নয়, পরমেশ্বর তাহা দেখিতে পান, এরূপ যাহাদের মনে আছে, তাহারা অত্যন্ত গোপনেও নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে সমর্থ হইবে না।

২। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে মরণসময় বিশ্বাসজনিত সুখ দ্বারা অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

৩। সাধারণতঃ নীতিবুদ্ধি অপেক্ষা ঈশ্বরবিশ্বাস অধিকতর ঐহিকপুণ্যপ্রবৃত্তিজনক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

৪। ঈশ্বরবিশ্বাসে কেবল-নীতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অধিক শান্তি আছে।

৫। যদি ঈশ্বর থাকেন, তাহার বিশ্বাস দ্বারা প্রচুর লাভ হইবে। যদি না থাকেন তবুও বিশ্বাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে যদি থাকেন, তবে অবিশ্বাসীদিগের প্রচুর ক্ষতি। অতএব গম্ভীর নীতিজ্ঞদিগের পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাস নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। ঈশ্বর-উপাসনাতেও সুখ আছে। সে সুখ অন্যান্য সদোষ সুখ অপেক্ষা নির্ম্মল। ঈশ্বরসুখে উৎপাত নাই, অন্য সমস্ত বিষয়সুখে উৎপাত আছে।

৭। ঈশ্বর-বিশ্বাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের সৎপথগমনের প্রবৃত্তি অন্যান্য নীতি অপেক্ষা অতি শীঘ্র পুষ্ট হয়।

৮। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে দয়া ও ক্ষমা অধিক বল প্রাপ্ত হয়।

৯। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে নিষ্কাম কর্ম্মে অধিক উৎসাহ হয়।

১০। ঈশ্বরবিশ্বাস থাকিলে পরলোক-বুদ্ধি উদিত হয়। পরলোক-বুদ্ধি উদিত হইলে কোন সময়েই কোন ঘটনা দ্বারা নৈরাশ্য লাভ করিতে হয় না। ভাই হে! যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তথাপি উপরোক্ত হেতুবশতঃ এবং আর আর কারণবশতঃ একটী ঈশ্বর মানাই উচিত। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নিরীশ্বর ব্যক্তি, কল্পিত সেশ্বরবাদীর নিকটে পরাজিত হন। অবশেষে কমটির ন্যায় একটী কল্পিত উপাসনাতত্ত্ব স্বীকার করিয়া লন। জৈমিনির কর্ম্মকাণ্ড, পাতঞ্জলের ঈশ্বরপ্রণিধান কমটির কল্পিত উপাসনা যদিও কোন কোন বিষয়ে উহাদের ভেদ আছে, তথাপি ইহারা ফলে এক। কমটি নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। জৈমিনি প্রভৃতি কর্ম্মবাদিগণ তাহা অপেক্ষা অধিক সতর্ক, অতএব হৃদয়ভাবকে প্রকাশ করেন নাই।

কল্পিত সেশ্বরবাদ প্রবল হইলে বাস্তব সেশ্বরবাদ তর্কযুদ্ধে অগ্রসর

হয়। বাস্তব সেশ্বরবাদী বলেন, ভাই! ঈশ্বরকে কল্পিততত্ত্ব মনে করিবে না। তিনি যথার্থই আছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী নিগূঢ় যুক্তি ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখ।

বাস্তব সেশ্বর নৈতিক-গণের যুক্তি

১। জগতের নিয়ম যেরূপ পরিপাটী, তাহাতে কোন বিভুচৈতন্য কর্তৃক যে এই জগৎ সৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানবের যুক্তিশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবৃত্তি, সেই সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোন স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূরে যাইতে সমর্থ হয় না। যে দুইটি পক্ষ অবলম্বন করতঃ সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিবে, সেই দুইটী পক্ষ আদৌ শুদ্ধ হওয়া চাই। যথা, পর্ব্বত যে বহ্নিমান তাহা ধূম দর্শনে অনুমিত হয়। এস্থলে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে অগ্নি থাকে, এই শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দেখিতেছ, সেটী বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি না হয়। দুইটী পক্ষ শুদ্ধ হইলে, সাধ্য (যে পর্ব্বতে অগ্নি আছে) তাহা, অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তিগত অনুমানের একটি প্রধান প্রক্রিয়া। জগদ্ব্যাপারে যেরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু পরিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম করিয়া অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে, ঘটনাক্রমে যাহা যাহা হয়, তাহাতে এত সুষ্ঠুতা থাকে না; এত সুষ্ঠুতা কেবল বিচারপূর্ণ কোন চৈতন্য কর্তৃক হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষ দ্বারা স্থির কর যে, কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্ত্তৃক এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

২। কর্ত্তা ব্যতীত কোন কর্ম্ম হয় না। যদি বল কর্ত্তারও কর্ত্তা থাকে, তাহাতে সুযুক্তি এই যে, জড়ীয় কর্তৃমাত্রেরই কর্ত্তার

প্রয়োজন। বুদ্ধিশক্তি দ্বারা আকৃতি আদৌ কল্পিত হয়, পরে ঐ আকৃতি কার্য্যে পরিণত হইলেই একটী জড়ীয় ব্যাপার হয়। চৈতন্যস্খলণ বস্তুই জড়ের আদি কর্ত্তা। কিন্তু ঐ বুদ্ধির কর্ত্তা দেখা যায় না, তখন চৈতন্যের কর্ত্তার প্রয়োজন হইবে, এ কথা তোমাকে কে বলে ? জড়দৃষ্টি করিয়া তোমার যে সংস্কার হইয়াছে, তাহার অন্যায়রূপ ব্যাপ্তি দ্বারা তুমি যে চৈতন্যের কর্ত্তার অন্বেষণ কর, তাহা তোমার কুসংস্কার ত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর।

৩। যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সংযোগক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, তবে তাহার উৎপত্তির একটা না একটা উদাহরণ কোন দেশ না কোন দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিত। মাতৃগর্ভে মানবের উৎপত্তি। অন্য কোন উপায়ে তাহার উৎপত্তি দেখি না। বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়াও কএক হাজার বৎসরে কিছু দেখাইতে পারিল না। যদি বল, ঘটনাক্রমে কোন সময় মানব হইয়াছিল, এখন মাতৃ-গর্ভ-জন্ম রূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। উত্তর এই যে, তাহা হইলে প্রথম ঘটনার ন্যায় অন্য ঘটনা দেখা যাইত। এখনও দুই একটা স্বয়ম্ভু উদিত হইতে দেখা যাইত। অতএব প্রথম মাতাপিতার সৃষ্টি সেই বিভুচৈতন্য ব্যতীত আর কোন উপায়ে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৪। যেখানে মানব আছে, সেইখানেই ঈশ্বরবিশ্বাসও আছে। ঈশ্বরবিশ্বাস মানবপ্রকৃতির সত্তানিষ্ঠ ধর্ম্ম। যদি বল যে, মূর্খতাবশতঃ প্রথম অবস্থায় জাতিনিচয়ে ঈশ্বরবিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তিক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে, ভ্রম সর্ব্বত্র একপ্রকার হয় না। সত্যই সর্ব্বত্র এক। যথা, দশে দশ মিলিত করিলে কুড়ি হইবে। সর্ব্ব দেশেই ঐ মিলনের ফল এক, যেহেতু তাহা সত্য। দশে দশ মিলিত করিলে

পঁচিশ হইবে, এরূপ মিথ্যা ফল সার্ব্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরদ্বীপনিবাসীদিগের মধ্যেও লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কুসংস্কার শিক্ষাক্রমে ব্যাপ্তি হওয়ার যে বাদ আছে তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নয়।

৫। মানবজীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জীবন কএক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা ভরসা দৃঢ় হয় না। মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হওয়ায়, মানবের এতদূর উচ্চ আশা, ভরসা ও দূরলক্ষ্য থাকে। ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত মানবপ্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্রাশয়যুক্ত।

৬। যুক্তি দ্বারা স্থাপিত বাস্তব পরমেশ্বরবিশ্বাস ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতারূপ ধর্ম্মালোচনা না করিলে সকল নীতির রাজা স্বরূপ ঈশ্বরপূজার অভাব হইয়া পড়ে। তাহাতে জীবন অসম্পূর্ণ ও মূল কর্ত্তব্যাভাবে পাপিষ্ঠ হয়।

এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ কর, এবং সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরবিশ্বাস দ্বারা তোমার জীবনকে উন্নত কর ও জগতের মঙ্গল সাধন কর। তাহা হইলে তোমাকে পরলোকে সুখ শান্তি দান করিবেন। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা করিবে তদ্দারা তুমি যথেষ্ঠ পারলৌকিক সুখ লাভ করিতে পারিবে না। দেখ ভাই! তুমি কল্পিত ঈশ্বরের নিকট কত আশা করিয়াছিলে, বাস্তব ঈশ্বর তোমাকে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ মঙ্গল অর্পণ করিবেন। বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরজ্ঞান অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু এসব অনুশীলন দুইপ্রকার অর্থাৎ অবৈধ অনুশীলন ও বৈধ অনুশীলন। অবৈধ অনুশীলন তাহাকেই বলি, যাহাতে অধিকার-

বিচারকে অপেক্ষা না করিয়া অসময়ে ও অযোগ্যরূপে ঐসব অনুশীলন হয়। যে ব্যক্তি যে অনুশীলনের যতটা যোগ্য, তাহার ততটাই ভাল। অধিক বা অল্প হইলে সুফল হয় না। যোগ্যতা স্বভাবানুসারেই হয়।

স্বভাব ও প্রাথমিক স্থিতি, শিক্ষা ও সঙ্গক্রমে উদিত হয়। ভ্রাতঃ! তুমি স্বভাব বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রমরূপ যে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিলে তোমার সমস্ত অধিকার অনুরূপ কার্য্য ও উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে। আরও বলি, তুমি যুক্তি দ্বারা এবং নিজ-সত্তাগত-বিশ্বাস দ্বারা আপনার আত্মাকে অমর বলিয়া জান। তাহা হইলে তোমার বৈধ জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। আত্মাকে মাতৃগর্ভজাত হইতে লক্ষ্য করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দিব্য যুক্তি দ্বারা তাহাকে আরও উন্নত ভাব দ্বারা ভূষিত কর। এই জন্মের পূর্ব্বে তুমি ছিলে ও এ জন্মের পরেও থাকিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস পবিত্র হইবে না। তুমি দেখ, কোন ব্যক্তি সাধুলোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করায়, তাহার সাধুতা গ্রহণ সহজ হইল। কোন ব্যক্তি অসাধু-গৃহে জন্মগ্রহণ করায়, তাহায় অসাধু হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল। তাহাদের লভ্য শিক্ষা ও সঙ্গ তাহাদের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে লাগিল। যখন তাহারা প্রাপ্তবুদ্ধি হইল, তখন তাহাদের স্বভাব স্থির হইয়া গিয়াছে। তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া এক জীবনেই যদি অনন্ত ফল পায়, তাহা হইলে একজন অগত্যা স্বর্গ ও একজন অগত্যা নরক লাভ করিবে। ইহা কি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমদয়ালু সর্ব্ববিচারসম্পন্ন ঈশ্বরের উপযুক্ত কার্য্য হয়? যে সকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মে এক জীবন-গত কর্ম্মই স্বীকার হইয়াছে, সে সকল ধর্ম্ম নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অযুক্ত। তুমি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের উন্নত ভাব স্বীকার কর এবং বর্ণাশ্রম-

ধর্ম্ম অবলম্বন কর ; তোমার যথার্থ সুখ হইবে। কর্ম্মই প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ম্ম দুই প্রকার সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম্ম কেবল সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়পোষক, তাহাতেও তোমার রুচি হওয়া উচিত নয়। নিষ্কাম কর্ম্মের নাম কর্ত্তব্যানুষ্ঠান। কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়সুখ হউক বা না হউক, কাম নাই, যেহেতু স্বার্থপরতাকেই কাম বলা যায়। কর্ত্তব্য উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মে কাম থাকে না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা হরিতোষণ সংসিদ্ধ হয়। হরি সন্তুষ্ট হইলেও ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লভ্য হয়।

এইরূপ যুক্তি দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক সেশ্বরনৈতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। জীবনের উদ্দেশ্য উত্তমরূপে নির্ণয় করিতে তাঁহার যত্ন উদিত হইতে থাকে। তখন জীব ও ঈশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার আরম্ভ হয়। এই অবস্থাই সেশ্বরনৈতিকের নবজীবন।

সম্বন্ধ জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ

সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কএকটী প্রশ্নের উদয় হয়। আমি কে? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায়?

এই সংশয়গুলির আলোচনা করিতে করিতে তিনপ্রকার সঙ্গতি উপস্থিত হয়, তাহাদের নাম ১। স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতি ২। স্বার্থ-বিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানসঙ্গতি ৩। শুদ্ধ স্বধর্ম্মালোচনরূপ ভক্তিসঙ্গীত।

প্রথম সঙ্গীতিক্রমে সেশ্বরনৈতিক বলেন যে, আমি ক্ষুদ্র জীব,

১। স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতি

ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত, সর্ব্বদা সুখাভিলাষী। জগতের সহিত আমার ভোগ্য-ভোক্তৃ সম্বন্ধ।

আমি ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য। জগতের কোন অংশ নির্ম্মল ভোগের পীঠ-স্বরূপ আছে। তথায় গমন করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগ করিব। ঈশ্বরের সহিত আমার এ সব সম্বন্ধ। ঈশ্বর স্রষ্টা, আমি সৃষ্ট, ঈশ্বর দাতা আমি গৃহীতা; ঈশ্বর পাতা, আমি পালিত; ঈশ্বর রক্ষক, আমি রক্ষিত; ঈশ্বর শক্তিমান, আমি দুর্ব্বল; ঈশ্বর লয়কর্ত্তা, আমি নষ্ট হইবার যোগ্য; ঈশ্বর বিধাতা, আমি বিধির অধীন; ঈশ্বর বিচারক, আমি বিচারিত হইবার পাত্র। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে চরমে আমার দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তির যোগ্যস্থান লাভ হইবে। অধ্যাত্মযোগও কিয়দংশে এই সঙ্গতির অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গযোগলভ্য অধ্যাত্মসমাধি তাহার উদাহরণ, যে হেতু যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইহারা কর্ম্মাঙ্গ। প্রত্যাহার ফল লাভের চেষ্টা। সমাধি সেই দুঃখহানি ও সুখব্যাপ্তিরূপ চরম লাভ।

দ্বিতীয় সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া সেশ্বরনৈতিক কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষচিন্তারূঢ় হন। তখন তিনি বলেন, আমি জ্ঞানময় বস্তু, স্বার্থবিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও জ্ঞানময়। আমি তাঁহার অংশ-

জ্ঞানসঙ্গতি

বিশেষ। জড় সমুদায় আমার দুর্গতি। জড়ের সাক্ষাৎ বিপরীত পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ আমি কেবল ভ্রমবশতঃ জীবোপাধি লাভ করিয়াছি। ব্রহ্ম-অতিরিক্ত বস্তু নাই, তবে যে জগৎ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা আমার অবিদ্যাকল্পিত। আমি ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে আমার নির্ব্বাণরূপ লাভ হইবে। নির্ব্বাণই আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

তৃতীয় সঙ্গতিক্রমে সেশ্বরনৈতিক বলেন যে, আমি বস্তুতঃ চিৎ, কিন্তু আমি অণু চৈতন্য এবং ভগবান্ বৃহচ্চৈতন্য। জড়জগৎ মিথ্যা নয়।

শুদ্ধ ধর্ম্মালোচনারূপ ভক্তিসঙ্গতি

জড়জগতে যে আমিত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাহাই আমার জ্ঞানদৌর্ব্বল্য। আমি নিত্য ভগবদ্দাস। জড়জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য। সেই সম্বন্ধ ভগবৎ-ইচ্ছা-ক্রমেই ঘটিয়াছে। আমার ভগবদ্বৈমুখ্য যত খর্ব্ব হইবে, আমার ততই জড়সম্বন্ধ শিথিল হইবে এবং চিৎসম্বন্ধ প্রবল হইবে। আমার সত্তায় যে ভগবদ্দাস্যরূপ একটী নিত্য বৃত্তি আছে, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে অবান্তরফলস্বরূপ জড়-মুক্তি হইবে এবং নিত্যফলস্বরূপ প্রেম লাভ হইবে। ভগবানের সহিত আমার নিত্য-সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

প্রথম সঙ্গীতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও

কর্ম্মী

নিত্য লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গীত নির্দ্দোষ তাঁহাদের জীবনে ভগবানের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি নাই। বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলে।

দ্বিতীয় সঙ্গীতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা আত্মনাশকে

জ্ঞানকাণ্ডী

উদ্দেশ্য করিয়া ফল্গু বৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এ জগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধতত্ত্ব লাভ হইল। কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়া তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলে।

প্রথম সঙ্গীতে যাঁহারা আবদ্ধ, তাঁহারা তৃতীয় সঙ্গীতের অনুগত জীবনকে এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া থাকেন। ভক্তিকে আশ্রয়

কর্ম্মীর পূর্ব্বপক্ষ

করিয়া তুমি এই জগতের সকল বস্তু ও বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আবার আমাদের আশার স্থল যে স্বসুখ-

প্রাপ্তির জন্য ভোগপীঠরূপ স্বর্গাদি, তাহাও তুমি হেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ। তোমার যখন সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত এতদূর বৈরাগ্য, তখন তুমি জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবে না এবং জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। এই জগৎই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে সুখ লাভ করি। তুমি সে সমুদায় নষ্ট করিয়া সকলের সুখ লাভের ব্যাঘাত করিবে।

ভক্তজগৎ হইতে ইহার এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যুত্তরস্বরূপে প্রদত্ত হয়। ভাই ? এ জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি

ভক্তের প্রত্যুত্তর

ভক্তজীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ, যে এ জগতের যে কিছু মঙ্গলসাধন হইবে, তাহা কেবল ভক্ত কর্ত্তৃক হইবে। তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার, কর। তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তি অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই। আমরা অনুরাগী। আমরা এই মাত্র বলি যে, সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎসাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম-সকলের অবান্তর ফল যে, স্বার্থসুখ তাহা দ্বারা কর্ম্মসকল চালিত না হউক। ভগদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশে কর্ম্মসকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে,

কর্ম্ম ও ভক্তের পার্থক্য কোথায়

তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্দাস্যভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব। কোন সময়ে আমার বিরক্তিক্রমে কর্ম্মচেষ্টা খর্ব্বিত হয়। তাহাও তোমার কোন অবস্থায় কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তিক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ তোমার পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তিসাধনক্ষেত্র।

তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি, যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম সেশ্বরনৈতিক বা কর্ম্মী, আমার নাম ভক্ত।

সেশ্বরনৈতিক ও ভগবদ্‌ভক্তের জীবনে কার্য্য সকল অনেক স্থলেই একই প্রকার কেবল নিষ্ঠাভেদে তাঁহাদের প্রকৃতিভেদ হইয়াছে। যে সেশ্বরনৈতিক কেবল কর্ম্মজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু লক্ষ্য করে না, সে নিতান্ত হেয়। ঈশ্বর মানিলেও তাঁহার ঈশ্বরের স্বরূপবোধ ও জীবের গতিবোধ নাই। তাহাদের কর্ম্মচক্র হইতে উদ্ধার নাই। যে সকল সেশ্বরনৈতিক জড়জগৎকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া চিজ্জগতের আশা করেন, তাঁহারা জড়কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটী উপায় স্থির করিয়া থাকেন যথা ঃ—

১। জড়কর্ম্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিত্তত্ত্বে অবস্থিত হওয়া।

২। চিৎস্বরূপ বিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ করা। সমস্ত কর্ম্ম করিবার সময় বিষ্ণুপ্রীতি সংকল্প করা এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা।

৩। যে কর্ম্ম না করিলে নয়, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিকে মিশ্রিত করা। যাহা না করিলেও দেহযাত্রানির্ব্বাহ হয়, তাহা পরিত্যাগ করা।

যাঁহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা তাপস বা যোগী। তাপসেরা অনেক কষ্ট সহকারে কর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন বৈদিক যোগতাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গ-তাপস বা যোগীর চেষ্টা যোগ, ষড়াঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে

তন্ত্রোক্ত হঠযোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ সর্ব্বপ্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্মবদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এইরূপ পাঁচটী যম অভ্যাস করিবে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটী নিয়ম অভ্যাস করিবে; তদ্দ্বারা অসৎকর্ম্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম্ম অভ্যস্ত হইলে, আসন অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করতঃ জিতশ্বাস হইবে জিতশ্বাস হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান, পরে ধারণা করিবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্ব্বেই করিবে। পরে চিত্ত নির্ম্মল হইলে সমাধি করিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যাসক্রমে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মশূন্য হইবে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়। ১

যাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বহির্ম্মুখ চিত্তে চিত্ত যে বিষয়ে অনুরক্ত তাহার আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ও শেষে কৃষ্ণার্পণ কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারটী স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। ২ বিষয়রাগ দ্বারা চালিত চিত্ত কি স্বভাবতঃ

---

১ যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাগবত) ১।৬।৩৬

২ এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ভাঃ ১।৫।৩৪-৩৬

বিষ্ণুপ্রীতিকাম সংকল্প করিতে পারে ? যদি লোকরক্ষার জন্যই ঐ সঙ্কল্প বিষ্ণুপ্রীতিকাল করে, তবে চিত্তের নিজ কার্য্য বলিয়া তাহা সঙ্কল্প অসম্ভব পরিগণিত হয় না এবং তাহা কেবল মনকে 'চোকঠার' করা হয় এই মাত্র। ভাবী জন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে সব স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণা পূজা করে, তাহাদের বিষ্ণুপ্রীতি কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র। এইরূপ সঙ্কল্পাবিধি ও অর্পণাবিধি যে কর্ম্মবন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সমর্থ নয়, তাহা বলা বাহুল্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে যথাযথ পুনঃ স্থাপন করিতে হইলে সেই ধর্ম্মে আজকাল যে কলি দোষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি নিম্নলিখিত শাস্ত্রতাৎপর্য্য চালাইবার যত্ন করিবেন। তাহা না করিলে কেহই স্বদেশহিতৈষী হইতে পারেন না এবং জগতের বিশেষতঃ ভারতের কোন বিশেষ উপকার বা মঙ্গল হইবে না।

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা অথ পুনরব্রতী বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত (জাবালোপনিষদ)

যঃ কশ্চিদাত্মানং অদ্বিতীয়ং জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীনং ষড়ূর্ম্মিষড়্ভবেত্যাদি সর্ব্বদোষরহিতং সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পমশেষকল্পাধারমশেষভূতান্তর্য্যামিত্বেন বর্ত্তমানমন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্যূতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়মনুভবৈকবেদ্যমপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোঽভাবমাৎসর্য্যতৃষ্ণাশামোহাদিরহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে এবং উক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্বসিদ্ধির্নাস্ত্যেব।

(বজ্রসূচিকোপনিষদ)

য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

(বৃহদারাণ্যকে)

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।

হিত্বা স্বভাবজং ধর্ম্মং শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ভাঃ ৭।১১।৩২

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈববিনির্দ্দিশেৎ॥ ভাঃ ৭।১১।৩৫

স্বামিটিকা।—যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ নতু জাতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির অজাগরসম্বাদে। ১৮০ অধ্যায়ঃ

ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির উবাচ। সত্যং জ্ঞানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যন্তপো ঘৃণা।

দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অজাগর উবাচ। যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণ প্রসমীক্ষিত।

বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্ কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ। জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে।

সঙ্করান্ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥

সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।

তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যত্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

তৃতীয় উপায়টী সমীচীন। যেহেতু চিত্তের যে বিষয় প্রতি রাগ তাহার অনুকূলে কার্য্য হয়। চিত্ত সুখাদ্যে অনুরক্ত সুখাদ্যই ভগবৎ-প্রসাদরূপে গৃহীত হইলে ভগবদ্‌ভাবের প্রবৃত্ত অনুশীলন ও বিষয়রাগ এককালেই কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চরসের আস্বাদনক্রমে নীচ রাগ অতি অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চরসে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গৌণী-ভক্তি বলিয়া কর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। ফলে কর্ম্ম সত্বেও কর্ম্মের সত্তালোপ ইহাতেই স্বভাবতঃ সম্ভব। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য যখন এই প্রবৃত্তিক্রমে কৃত হয়, তখন কর্ম্ম গৌণী-ভক্তিরূপ দাসীত্বে বৃত হইয়া মুখ্যভক্তিকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করে। সেশ্বরনৈতিকের মধ্যে যাহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাঁহারই জীবন অন্তর্ম্মুখ। অপর সমস্ত সেশ্বরনৈতিকের জীবন বহির্ম্মুখ। ১

এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিই যে জীবের একমাত্র ভক্তিই জীবের অনুষ্ঠেয় তাহা সিদ্ধান্তস্থলে প্রদর্শিত হইল। পরম পুরুষার্থ ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। ইহা জগতের

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।

সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।

স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥ (মনুঃ)

জন্ম, বৃত্ত, শীল এই কয়েকটী লক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্ণীত না হইলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও তদুত্তর বৈধভক্তজীবন সম্ভব হইবে না।

১ আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। (শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে)

উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের অবিরোধী এবং শান্তি ও নির্ম্মলানন্দের দ্বারা জীবের নিত্যত্ব প্রদান করে। ভক্তজীবনই যথার্থ নরজীবন। ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গলময় ইহাই এই জগতের মধ্যে একমাত্র বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব। ১

ভক্তজীবন সাধনভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাবজীবন অতিক্রম করতঃ যখন প্রেমজীবনে পদার্পণ করে, তখন সর্ব্বমাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-পতি ভগবান্ শ্রীনিবাস তাঁহার পরম রসভাণ্ডার খুলিয়া আহ্বান করিয়া বলেন,—সখে! এই ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার প্রেমজীবন জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারী তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মায়াশক্তির কুহকে পড়িয়াছিলে। তোমার নিমিত্ত আমি অহরহঃ যত্ন প্রকাশ করিয়াছি। তুমি তোমার নিজ যত্নে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, আমি তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমার নিত্য নূতন প্রীতিময় বিগ্রহ সেবা করতঃ অপার আনন্দসমুদ্রে আমার সহিত ক্রীড়া কর। তোমার ভয় নাই, শোক নাই, তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতিঋণ শোধ করিতে পারিব না। তুমি নিজ কার্য্যের দ্বারা স্বয়ং সন্তুষ্ট হও।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পরিত্যাগ করিয়া যিনি অন্যশিক্ষা গ্রহণ করেন, ঋষভদেব তাহার সম্বন্ধে এই উপদেশটী ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধ ৫ম অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন। ভাই, যত্নপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ কর।

---

১ অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু।

Publication from
Sree Chaitanya Sarswata Math
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

1. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (পূর্ব-বিভাগ) 2. শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (দক্ষিণ-বিভাগ) 3. শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্ 4. শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 5. শ্রীশরণাগতি 6. শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু 7. শ্রীতত্ত্ববিবেক 8. শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য 9. শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতম্ 10. গীতাবলী 11. পরমার্থ-ধর্ম-নির্ণয় 12. উপদেশামৃত 13. অর্চন-কণ 14. শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন মাসিক ও ত্রৈমাসিক 15. শ্রীকীর্ত্তন-মঞ্জুষা 16. শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার 17. শ্রীপ্রেমধাম-দেবস্তোত্রম্ 18. অমৃত বিদ্যা 19. শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি 20. শ্রীগৌড়ীয়-পর্ব-তালিকা 21. Ambrosiā In The Lives Of The Surrendered Souls. 22. The Search For Śrī Kṛṣṇa Reality The Beautiful (Eng. & Spānish). 23. Śrī Guru & His Grace (Eng. & Spānish). 24. The Golden Volcāno Of Divine Love. (Eng. & Spānish). 25. Śrī Śrimad Bhāgavad Gitā, The Hidden Treasure Of Sweet Absolute. 26. Śrī Śrī Prapanna Jivanāmritam (Life Nectar Of The Surrenderd Souls) 27. Lords Loving Search For His Lost Servant 28. Relative-Worlds. 29. Śrī Śrī Prema

Dhāma Deva Stotram (Eng. Beng. Hindi. Spānish. Dutch & French) 30. Reality By Itself & For Itself. 31. Levels of God Realization The Kṛṣṇa-Cnception. 32. Evidenciā. 33. Śrī Gaudiya Darsaṇ. 34. The Bhāgavata. 35. Sādhu-Sanga. (Monthly) 36. La Busqueda De Śrī kṛṣṇa. 37. The Search. 38. The Divine Message. 39. Haridās Thākur. 40. The Guardian of Devotion. **Swami B. R. Sridhara.**

From :—
Sri Chaitanya Sarswat
Printing Works
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj P. O. Nabadwip
Dt. Nadia, West Bengal,
India.
Printer
Joy Gourānga Brahmachāry,
Rāma Chandra Brahmachāry.

হইতে :—
শ্রীচৈতন্য সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ।
কোলেরগঞ্জ পোঃ নবদ্বীপ।
জেলা নদীয়া, পঃ বঃ, ভারত।
প্রিণ্টার শ্রীজয়গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী
ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বন্দনা—

বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌর-শক্তি-স্বরূপকম্
ভক্তি-শাস্ত্রজ্ঞ-সম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্ ॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা-শ্রীহরেঃ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মোদ্ধবৈঃ প্রার্থিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী।